আনন্দ বাংলা

আমরা নিরপেক্ষ নই, মানুষ ও সমাজের পক্ষে

দুর্গার বেশে রূপান্তরকামীদের পাশে অভিনেতা সুমন

৩ নাকা চেকিংয়ে চোরাই কয়লা উদ্ধার

৫ পথশিশুদের পাঠদান ওয়েটিং রুমে

৭ জাদেজার না থাকা বড় ক্ষতি ঃ মাহেলা

জগদ্ধাত্রীর জবাব

: www.anandabanglanews.com | @anandabanglanews | : anandabanglaeditor @ gmail.com

বর্ষ-১১, সংখ্যা- ৩৪, পৃষ্ঠা-৮ ● সাপ্তাহিক পত্রিকা | ২ আশ্বিন ১৪২৯, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২, সোমবার, মূল্য-৫ টাকা | RNI Registration No. WBBEN/2012/49533

জেলায় জেলায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে তৃণমূল

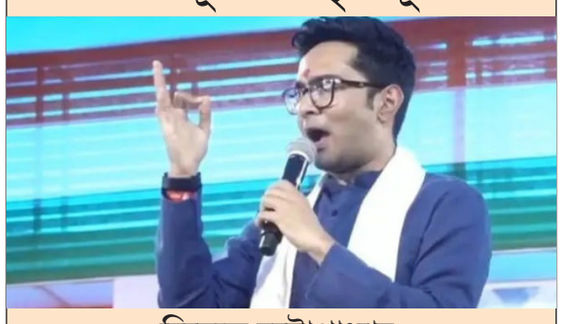

দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে জেলায় জেলায় তৃণমূল তাদের কর্মসূচি চূড়ান্ত করে ফেলেছে। শুধু দুর্গোত্সব শেষের অপেক্ষা। তারপরই তৃণমূল শুরু করে দেবে অভিযান। পুজোর পর কোমর বেঁধে নামছে তারা। নতুন কর্মসূচিতে দলের নেতাদের জেলা সফরের রুটিন তৈরি করে দিচ্ছে শীর্ষ নেতৃত্ব।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি হিসেবে পালন করে সভা-সমিতি হবে। রাজ্যের শীর্ষনেতাদের জেলায় জেলায় পাঠানো হবে জনসংযোগে।

তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু রাজ্য নেতাদের নয়, জেলা নেতাদেরও কর্মসূচি দিয়ে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে। অর্থাত্ এক জেলার নেতাকে পাঠানো হবে অন্য জেলায়। জেলা নেতাদেরও এভাবেই কর্মসূচি ফিক্সড করে দেওয়া হবে। শুধু কেবল বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্র ধরে নয়, সামগ্রিকভাবে সাংগঠনিক এলাকা ধরে নেতৃত্বকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতাদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েত ভোট করতে হবে। শান্তি বজায় রেখে সংগঠনের জোরে জয় হাসিল করতে হবে। কেননা দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জেলাপরিষদ উপহার দেওয়াই হবে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নেতৃত্বর ব্যাটন থাকতে হবে কংগ্রেসের হাতে ঃ জয়রাম রমেশ

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কোন জোট হওয়া সম্ভব না। বিজেপি বিরোধী সরকার গঠনই হোক বা আন্দোলন সব কিছুতেই নেতৃত্বর ব্যাটন থাকতে হবে কংগ্রেসের হাতে।

বাংলায় এসে তৃণমূলকে জোট বার্তা দিলেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনওদিন বিজেপি বিরোধী জোট হওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, তৃতীয় ফন্ট বলে কিছু হয় না। অতীতে তা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার অর্থ বিজেপিকে প্রকারান্তরে সাহায্য করা।

তাঁর কথায়, কংগ্রেস ভেঙে অনেক দলই তৈরি হয়েছে অতীতে। কিন্তু কংগ্রেস নামটা তারা ছাড়তে পারেনি। এই নামটা কিন্তু তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়েছে। কংগ্রেস ছাড়া কেউই চলতে পারেননি আক্ষরিক অর্থে। নেহেরু যদি পেটেন্ট নিতেন যে কংগ্রেস নামটা কেউ যুক্ত করতে পারবে না, তাহলে বোধহয় অন্যরকম হত এবং সেটা ভালো হত। যে যাই করুক না কেন কংগ্রেস নামটা কিন্তু তাদের দলের আগে বা পরে রাখতেই হয়েছে। এটাই কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য এবং মাহাত্ম্য। অনেকে মনে করেন কংগ্রেস শেষ। কিন্তু কংগ্রেস কংগ্রেসের ঐতিহ্য নিয়েই আছে এবং থাকবেও। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে যে ভারত জোড়ো যাত্রা হচ্ছে তা অতীতে কখনও কোনও দল করার সাহস দেখায়নি। ১৫০ দিন ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত হাঁটবেন রাহুল গান্ধী। তার সঙ্গে পদযাত্রায় থাকছেন ১২০ জন নেতা-নেত্রী। এরপর পূর্ব থেকে পশ্চিম আরও একটি পদযাত্রা করার ভাবনা আমাদের রয়েছে।

শুধু ভারত জোড়ো নয় কংগ্রেস এবার পশ্চিমবঙ্গ জোড়া অভিযানেও নামবে। পশ্চিমবঙ্গ জোড়ো হবে, সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাত্রা হবে। কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতারা থাকবেন ওই বঙ্গ জোড়ো যাত্রায়। কবে এই পদযাত্রা শুরু হবে তা চূড়ান্ত করবে কংগ্রেস কমিটি।

রাহুল গান্ধীর এই পদযাত্রার সাফল্য দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই কংগ্রেস ভাঙার মরিয়া চেষ্টায় নেমেছে তারা। গোয়াতে কংগ্রেস বিধায়কদের তুলে নেওয়া তারই ফল। আরও অনেক ঘটনা ঘটবে আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত আছি।

বঙ্গ বিজেপির আশা-ভরসা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আশা লাকড়া একদিকে যেমন রাঁচি পুরসভার দীর্ঘদিনের মেয়র, পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের মুখ হিসেবেই পরিচিত। সেই আদিবাসী মুখেই আসন্ন পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে কাজে লাগাতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি।

রাজ্য বিজেপিতে এই প্রথম কোনও মহিলা সহ- পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে। গত নির্বাচনগুলিতে আদিবাসীদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। সেই সমর্থন ধরে রাখতেই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল আশা লাকড়াকে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে সদ্য বঙ্গ বিজেপির বিভিন্ন স্তরে যে সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয়েছে তাতে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে সুনীল বনসলকে। অন্যদিকে এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের পূর্ণ সময়ের পর্যবেক্ষক হিসেবে মঙ্গল পান্ডের পাশাপাশি বিশেষ করে আদিবাসী ভোট সুরক্ষিত রাখতেই আদিবাসী নেত্রী আশা লাকড়াকে অমিত মালব্যর সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির সহ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বেও নিযুক্ত করা হয়েছে

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পরে এরাজ্যে আর মুখ দেখা যায়নি বঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা নতুন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছেন মঙ্গল পান্ডেকে। পান্ডে বিহার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া ওই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও ছিলেন মঙ্গল পান্ডে।

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মুখ হিসেবে পরিচিত আশা লাকড়াকে মূলত বাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতেই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর।

বিজেপির 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' কমিটি কলকাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার রাতেই কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন ৫ সদস্যের কমিটির সদস্যরা। জলকামান, পুলিশের লাঠিচার্জ। মঙ্গলবার বিজেপির নবান্ন অভিযানে এভাবেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গঙ্গার দুই পাড়। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ তাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর রীতিমতো অত্যাচার চালিয়েছে। ওই দিন বিকেলে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তারপরেই ৫ সদস্যের অনুসন্ধান টিম তৈরি করে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই টিম সংঘর্ষস্থল ঘুরে দেখবে, কথা বলবে আহত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করতে পারে।দিল্লি ফিরে গিয়ে অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা দেবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। বিজেপির এই অনুসন্ধান টিমে রয়েছেন সাংসদ ব্রজলাল, সাংসদ রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, সাংসদ অপরাজিতা ষড়ঙ্গি, সমীর ওরাওঁ এবং বিজেপি নেতা সুনীল জাখর।

পুলিশের গাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীরা বেধড়ক মারধর করে অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার দেবজিত্ চট্টোপাধ্যায়কে বলেও অভিযোগ। তদন্তে নেমে এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এরই মধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছয় বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। সেই কমিটি আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করবে নবান্ন অভিযানের দিন ঠিক হয়েছিল। তারপরে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে সেই রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে।

মানুষ যখন যন্ত্র ছাড়াই নাচে

অশোক কুমার হালদার

আমরা সমাজে আনন্দ উৎসবের ক্রীড়াঙ্গনে অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের নাচ, গান ইত্যাদি। নিত্য শিল্পী বা সাধারণত পায়ে এক ধরনের ঘুংরু যন্ত্র বা নুপুর বেঁধে নাচের আসরে বা ক্রীড়াঙ্গনে আর্বিভূত হন তাদের নিত্য কার্য সমাধানের জন্য যাহা দর্শন করেন মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। সেটা হলো একটা আনন্দ উৎসব সম্বন্ধীয় একটা দিক। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এবং প্রতিযোগিতার যুগে আর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে মানুষের প্রায় হাঁফানোর মতো অবস্থা হয়ে উঠেছে। কারণ এই যন্ত্রময় যুগে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষকে তাল, ছন্দ ও গতি মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। মানুষ যদি কর্মের ছন্দ ও গতি বজায় রাখতে না পারেন তাহলে, মানুষকে পিছিয়ে পড়তে হবে কর্মের দৌড় থেকে। মানুষের কর্মময় জীবন। আর সেক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই সদা সর্বদা ব্যস্ত হয়ে এবং প্রাণচঞ্চল হয়ে যন্ত্রের সঙ্গে মানব জীবনে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ের মতো লড়াই লড়ে চলতে হবে। সুতরাং আমরা আজ ঘরে বাইরে সর্বত্রই দেখতে পাই একই প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ শুধুই ব্যস্ততা এবং প্রতিযোগিতার লড়াই। মানুষ যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ বেঁচে থাকার স্বার্থে মানুষ কেবলই ছুটে চলেছেন সময়ের তালে তালে। মানুষের মন এখন খুব শক্ত ঠিক যেন লোহা বা শক্ত পাথরের মতো হয়ে পড়েছে। সেই শক্ত এবং পাথুরে মনে কল্পনার কোন স্থান নেই, তাছাড়া অতি মূল্যবান বস্তু ভালোবাসা বা স্নেহ, প্রীতি এবং প্রেম অনেক দিন আগেই মানুষের মন থেকে ছুটি নিয়েছে। আর বর্তমানে মানুষ স্থির দৃষ্টি রেখে সুদৃশ্য দ্রুতগামী হরিণের মতো জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছুটে চলেছে বিরামহীন ভাবে। একটাই উদ্দেশ্য উপার্জন করে জীবনের লক্ষ্য পূরণ করা। আর মানুষের সমাজ জীবনে বা পারিবারিক জীবনে মানুষের কর্মের ব্যস্ততা বা ব্যস্ত জীবন মাপিবার আর্দশ বা নমুনা কেবলমাত্র মাপের যন্ত্রই হতে পারে। মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে ইহা এক ধরনের যন্ত্র ছাড়াই নাচ আর কী বা বলা যেতে পারে। বর্তমান সমাজে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর থেকে আবাল, বৃদ্ধ এবং বনিতা সকল শ্রেণির মানুষকে এই যন্ত্র ছাড়া নাচের খেলা খেলতে হয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধরে। কে জানে এই খেলার শেষ কোথায়? আমরা সাময়িক সময়ের যে নাচ ক্রীড়াঙ্গনে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শন পাই বা দেখতে পাই সেখানে সাংস্কৃতিক কলা কৌশলের নিয়ম মেনেই শিল্পীরা সাধারণভাবে পায়ে ঘুংরু বা নুপুর বেঁধে নিত্য কলায় শামিল হন বা অংশগ্রহণ করেন। আর বর্তমানকালে এই যন্ত্রের যুগে আমরা সকলেই নাচ করছি যন্ত্র ছাড়া বা বিনা ঘুঙরুতে।

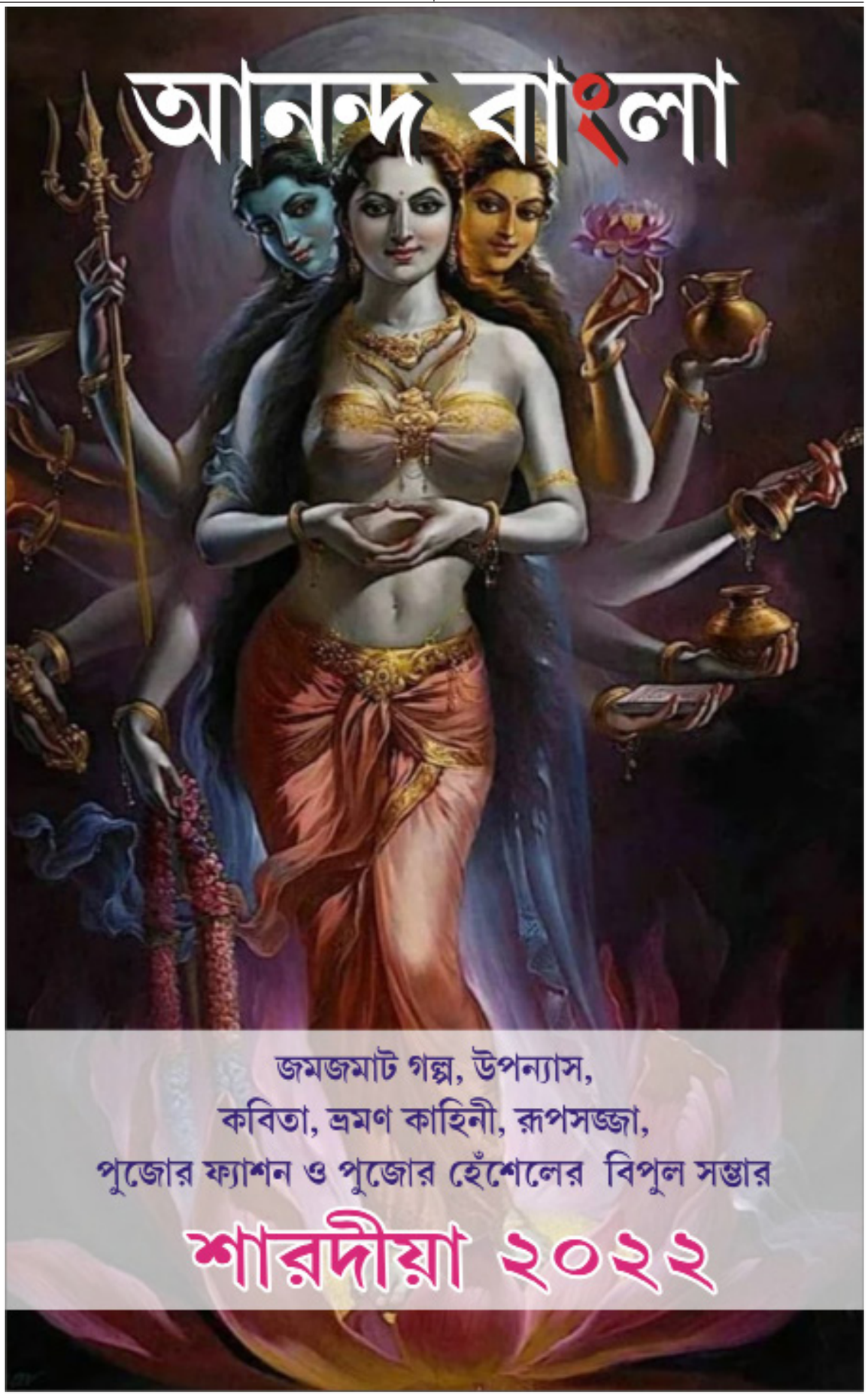

বাংলাদেশে আছে অপরূপ রাঙামাটি

তরিকুল ইসলাম

ঢাকা ঃ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর;কবি জীবনানন্দ দাশের এ কবিতা বাংলাদেশের রূপ-বৈচিত্র্য আর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশ্বের ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে নিঃসন্দেহে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের আমাদের এ প্রিয় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রত্নভাণ্ডার রাঙামাটি জেলা। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতির বিবেচনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল পাহাড়ের রানিখ্যাত এ জেলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকাররা রচনা করেছেন মনোমুগ্ধকর সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গান-গল্প।

দিগন্তছোঁয়া সুনীল আকাশ, সবুজে ঘেরা উঁচুনিচু পাহাড় ও এঁকেবেঁকে চলা নীল জলরাশির লেক। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঝর্ণা থেকে ঝরঝর করে অবিরাম ঝরছে স্পুটিকের ন্যায় হিমশীতল স্বচ্ছ বারিধারা। এ যেন এক অপরূপ রূপের মাধুরি সাজিয়ে হাতছানি দিয়ে পাহাড়ের রানি ডাকছে, আয় আমার রূপের রাজ্যে । প্রকৃতির রূপের ভাণ্ডার এ জেলায় ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সেই ছাত্রজীবনেই। কাজেই রাঙামাটি ভ্রমণের আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্রই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই কালবিলম্ব না করে রাজি হয়ে গেলাম।

এবার রাঙামাটি ট্যুরের আয়োজন করেছে ল'রিপোর্টার্স ফোরাম। আইন,আদালত ও বিচার প্রশাসন নিয়ে গণমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টারদের সংগঠন ল'রিপোর্টাস ফোরাম। পেশাগত প্রয়োজনের তাগিদ থেকে ২০০১ সালে এ সংগঠনের জন্ম। সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনের সংস্কার ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে এ ফোরাম কাঙ্ক্ষিত ভূ মিকা পালন করে আসছে। ফলে সংগঠনটি দেশে সাংবাদিকদের সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি প্রেস্টিজিয়াস সংগঠন রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকাগুলোতে একটি পারিবারিক টুরের আয়োজন করাও সংগঠনের রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ল'রিপোর্টার্স ফোরামের টুর আমাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝেও অন্য রকম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা-পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১৯ আগস্ট দেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার শর্তে খুলে দেয় সরকার। সব রীতিনীতি মেনে ল'রিপোর্টার্স ফোরাম ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাঙামাটিতে পারিবারিক টুরের আয়োজন করে। ৪৮ জন সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা মিলে মোট ১১৫ জনের চার দিনের আয়োজন সত্যিকার অর্থেই ফোরামের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জিং ছিল।

২ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় আমরা ঢাকার আরামবাগ ঐতিহ্যবাহী নটরডেম কলেজের সামনে থেকে তিনটি বিলাসবহুল বাসে চড়ে আমাদের হৃদয়ের রানি রাঙামাটির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। রাত দেড়টার দিকে আমাদের বহনকারী বাসগুলো কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে জমজম হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে যাত্রাবিরতি করে। রেস্টুরেন্টের মালিক মিজানুর রহমান নিজেই ফুল নিয়ে আমাদের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করলেন। মধ্যরাতে তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। রেস্টুরেন্টটির ভেতরে শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্যও চমৎকার আয়োজন রয়েছে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন আড়াইটা। খাওয়া-দাওয়া সেরে মিজান ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হওয়ার সময় উঠে দেখি কারও স্ত্রী-সন্তানই সঙ্গে নেই। সবার স্ত্রীই ওই বিনোদনকেন্দ্রে বাচ্চাদের সামলাতে ব্যস্ত। বাচ্চাদের কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে, কেউ চরকিতে ঘুরছে, কেউ দোল খাচ্ছে। সহকর্মী জাকের তাঁর ছোট ছেলেকে দোলনা থেকে নামাতে গেলে সে কোনও ভাবেই নামতে রাজি হচ্ছে না। চিৎকার জুড়ে দিয়ে বলছে, 'আমি এত তাড়াতাড়ি ঢাকায় যাব না। আমি এখানে আরও থাকব, আরও বেড়াব।' তার মতো অন্যদের বাচ্চাদেরও একই অবস্থা। তাদের সবারই ধারণা, এটাই ছিল হয়তো

আমাদের পিকনিক স্পট। ওদের বের করে এনে কুমিল্লার জমজম হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বাস ছাড়তে ছাড়তে রাত তখন ৩টা। বাসের সিটে গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুম।

চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে আমাদের বহনকারী বাসগুলো রাঙামাটির উঁচুনিচু পাহাড়ি সড়কে ওঠার পর ঘুম ভেঙে যায়। বাসে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের সবুজ গাছের ফাঁক গলিয়ে সোনালি রোদেলা আভা ছড়িয়ে সূর্যটা উঁকিঝুঁকি মারছে। পাহাড়ের ঘন লতাপাতার মাঝে ভোরের সূর্যটাকে মনে হচ্ছে যেন প্রিয়া চোখ টিপে মিষ্টিমাখা হাসি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। দুষ্টু সূর্য তার মিষ্টি আলো বনপাহাড়ের নাঙা গায়ে ঢেলে দিয়ে পাহাড়ের রূপমাধুরীকে আরও অপরূপ করে তুলছে। এ যেন এক মায়াবী রূপ।

বাস এগিয়ে চলছে। সবাইকে রোমাঞ্চিত করে পেছনে থেকে যাচ্ছে সারিসারি উঁচুনিচু পাহাড় ও লেকের ধারা। ঘণ্টা দুয়েক পরে আমাদের বহনকারী বাস তিনটি রাঙামাটি শহরের হোটেল সোফিয়া ইন্টারন্যাশনালের সামনে গিয়ে থামে। আগে থেকেই কক্ষ বরাদ্দ ছিল। একশ দশ জনের ভালোভাবে থাকার জন্য রাঙামাটিতে এর চেয়ে ভালো মানের আর কোনও হোটেল বা মোটেল নেই। আমাদের পাঁচ সদস্যের পরিবারের জন্য সুবিশাল দুটি কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কক্ষে প্রবেশের পর বুঝতে পারলাম, বৈশ্বিক মহামারি করোনার আঘাত এ হোটেলটির ওপর দিয়েও বইয়ে গেছে। করোনার প্রভাব দেশের সবগুলো খাতকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর মধ্যে পর্যটন খাত একটু বেশিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে রাঙামাটিসহ দেশের সব পর্যটন এলাকার হোটেল মোটেলই অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর আমাদের টুর উপলক্ষে হোটেল কর্তৃপক্ষ কয়েক দিন আগে স্টাফদের এনে হোটেলটি ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেছে।

সবাই নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে ফ্রেশ হওয়ার পরপরই ল'রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সকালের নাশতার প্যাকেট ও পানি নিয়ে দরজায় কড়া নাড়ছেন। নাশতা সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুম। ঘুম থেকে জেগে দেখি জুমার নামাজের সময় যায়যায় অবস্থা। পাশের জামে মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় শেষে হোটেলে ফিরে সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাবারের টেবিলে বসে পড়লাম। রাঙামাটির লেকের মাছের স্বাদের কথা রূপকথার গল্পের মতো। যিনি এ লেকের মাছের স্বাদ নেননি, তিনি মাছের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবেন। খাবারের সাথে বিভিন্ন ধরনের মাছ পরিবেশন করছেন আর একনাগাড়ে এগুলোর স্বাদ ও গুণাগুণ বর্ণনা করে চলেছেন হোটেলের ওয়েটাররা। তৃপ্তি সহকারে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেল কক্ষে এসে আবারও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আমরা সবাই চলে গেলাম পলওয়েল পার্কে।

পলওয়েল পার্ক নতুন রূপে গড়ে ওঠা রাঙামাটির অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান। কাপ্তাই হ্রদের পাড়ে নির্মিত এ পার্কটি রাঙামাটি জেলা পুলিশ পরিচালনা করে থাকে। অপরূপ প্রকৃতি আর আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব সমন্বয়ে পার্কটিকে বিশেষভাবে পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। 'লাভ পয়েন্ট' হচ্ছে পার্কটির অন্যতম আকর্ষণ। এ লাভ পয়েন্টের ভেতরে রয়েছে লাভ লক বা ভালবাসার তালাখ্যাত 'লাভ' চিহ্নের একটি বিশেষ চরকি। ভালোবাসার বন্ধনকে চিরস্থায়ী করতে অনেকেই সঙ্গে করে একটি তালা নিয়ে আসেন এখানে। লোহা ও রড দিয়ে তৈরি বিশাল চরকির ভেতরে কয়েকজন যুবক-যুবতী পরস্পরকে জড়িয়ে একসঙ্গে একটি তালা ঝুলিয়ে চাবিটি হ্রদে ফেলে দিয়ে তাদের মধ্যকার ভালোবাসাকে স্থায়ী রূপ দিতে দেখলাম। এখ ানে বাহারি রঙের ও নানান ডিজাইনের এমন শতশত তালা ঝুলতে দেখে আমাদের মনেও একটি তালা ঝুলিয়ে চাবিটি হ্রদের পানিতে টুপ করে ফেলে দেওয়ার স্বাদ জেগে ওঠে। তবে তালা সঙ্গে না থাকায় এ ইচ্ছেটি শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ রেখেই সন্ধ্যার দিকে সঙ্গিনীর হাতটি শক্ত করে চেপে ধরে লাভ পয়েন্ট ত্যাগ করি।

আমাদের এ আনন্দ আয়োজনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল শুভলং ঝর্ণা ও শুভলং বাজার পরিদর্শন। সকাল ৮টার মধ্যেই আমরা সবাই ফিশারি ঘাটে বাধা কেয়ারি টুরিস্ট লঞ্চে গিয়ে চড়ে বসলাম। বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয় লঞ্চটিতে আমাদের সবার জন্য সকালের নাশতার আয়োজন রাখা ছিল। লঞ্চটি এগিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে চলা লেকের ভেতর দিয়ে। নাশতাপর্ব শেষে শুরু হলো মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমাদের সন্তানদের মধ্যে 'বেস্ট পারফর্ম' করার প্রতিযোগিতা দেখে বেশ ভালো লাগল। লেকের দুধারে সবুজে আচ্ছাদিত পাহাড়। মাঝেমধ্যে লেকের জলরাশির ভেতরে ছোট ছোট দ্বীপ। মাঝেমাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণাধারা নেমে এসে মিলিয়ে গেছে লেকের পানিতে। লেক, পাহাড়, ঝর্ণার মিশেলে রানির মুকুট পরে বিশ্বকে অপরূপ সৌন্দর্যের জানান দিচ্ছে রূপময়ী প্রকৃতিকন্যা রাঙামাটি। চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সাথে লেকের স্বচ্ছ পানির বহমান স্নিগ্ধতা মনকে রাঙিয়ে তুলছে। ছোট্ট লঞ্চটির দুলুনিতে মনও দোল খেয়ে উঠেছে। লেক, পাহাড় ও ঝর্ণার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নান্দনিক সৌন্দর্য।

প্রায় দুই ঘণ্টা চলার পর আমাদের বহনকারী লঞ্চটি গিয়ে শুভলং বাজারে গিয়ে নোঙর করে। অতি দুর্গম পাহাড়ি বাজার। নানান ধরনের পসরা নিয়ে বসে আছেন দোকানিরা। দোকানিদের মাঝে যেমন আছে বাঙালি, তেমনই রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা। একসঙ্গে বাজারে শতাধিক মানুষ থেকে বেশ খুশিই হন দোকানিরা। বাজারে নিত্যপণ্যের পাশাপাশি স্থানীয় ফলফলাদিই বেশি। বাজার থেকে কিছু কেনাকাটাও করেন আমাদের কেউ কেউ। বাজার থেকে আবার লঞ্চে উঠে আমরা চলে যাই শুভলং ঝর্ণার কাছে।

এ শরতেও যেন ঝর্ণাটি পূর্ণ যৌবন নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। ঝর্ণা থেকে অবিরাম পানি পড়ছে। সবাই একযোগে ঝর্ণার কাছে নিজেদের সঁপে দিয়ে সে কী উচ্ছ্বাস! অনেক উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে রুপালি ঝিলিক দিয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়ে পানি পড়ছে। নিচে শতশত পর্যটক একসঙ্গে ব্যান্ডের তালেতালে নেচেগেয়ে চলছে। দৃশ্যটি ছিল বেশ উপভোগ করার মতো। ঝর্ণার হিমশীতল পানিতে শরীর ঠাণ্ডা করে আবার লঞ্চ ধরে রাঙামাটি শহরের উদ্দেশে রওনা দিতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

সেদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ছিল মনে রাখার মতো। রাঙামাটি শহরে আয়োজন করা হয় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা ৭টা থেকে একটানা রাত ১১টা পর্যন্ত চলে এ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে গানের ফাঁকে চলে খাওয়া-দাওয়া আর পুরস্কার বিতরণ ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। ল'রিপোর্টার্স ফোরাম সদস্য এবং তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য পুরস্কারের আয়োজন করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খ্যাতনামা শিল্পীরা নিজস্ব ভাষায় গান পরিবেশন করেন, পাশাপাশি গানের বর্ণনা ও ভাবানুবাদও তুলে ধরেন তাঁরা। গানে গানে তাঁরা নিজস্ব ঐতিহ্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভাতৃত্বের মেলবন্ধনের কথাও তুলে ধরেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ১১টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে রাঙামাটিতে। সম্প্রদায়গুলোর পৃথক পৃথক পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা এ জেলাটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টাও রয়েছে তাঁদের মাঝে।

আরেকটি আকর্ষণীয় দর্শনীয় জায়গার নাম বৌদ্ধ তীর্থস্থান রাজবন বিহার। শহরের রাজবাড়ি এলাকায় এ তীর্থস্থান অবস্থিত। শত শত পর্যটক রাজবন বিহার দর্শন করতে আসেন। আমাদের টুরের তৃতীয় দিন সকালে নাশতাপর্ব শেষ করেই আমরা চলে যাই বৌদ্ধ তীর্থস্থান দেখতে। করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার পর থেকে এখ ানে দর্শনার্থীদের প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে। গেটের কাছে গিয়ে পৌঁছাতেই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এগিয়ে এলেন। তিনি কিছু এলাকা ঘুরে দেখালেন। বিহারের আশপাশে শতশত বানরের বসবাস। এখ ানে বানরের বাঁদরামিও দেখার মতো। সবগুলো বানরই মনে হয় প্রশিক্ষিত। নানান ঢঙে লাফিয়ে কোনও কোনওটি আবার হেলেদুলে নবাবি কায়দায় চলছে। কোনওটি আবার গাছে উঠে ডালে বসে ডাল নাড়িয়ে নিজের বৈশিষ্ট্যের জানান দিচ্ছে। পকেট থেকে মোবাইল বের করে ছবি তুলতেই বৌদ্ধ ভিক্ষু সতর্ক করে দিয়ে বললেন, একটু সাবধানে ধরবেন মোবাইলটি। সুযোগ পেলে হেঁচকা টান মেরে নিয়ে একলাফে গাছে উঠে যাবে। অনেক অনুনয়-বিনয় করেও আর ফেরত পাবেন না। তবে বানরের মর্জি হলে কিংবা কোনও খাবার দিলে ফেরত দিতেও পারে।

রাঙামাটি ভ্রমণে আসলেন, অথচ ঝুলন্ত সেতুতে ওঠেননি। তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার রাঙামাটি ভ্রমণ পূর্ণতা পায়নি। তাই পর্যটকদের কাছে এ সেতুটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। ফলে এটিকে বলা হয় 'সিম্বল অব রাঙামাটি'। আমাদের টুরের প্রোগ্রামসূচির একেবারে শেষ পর্যায়ে ছিল ঝুলন্ত সেতুতে যাওয়া। কাপ্তাই লেকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন দুটি পাহাড়ের মাঝে বন্ধন তৈরি করেছে এ সেতু। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসেন এ সেতুতে দাঁড়িয়ে পাহাড় ও লেকের সৌন্দর্য অবগাহন করতে।

পর্যটন শিল্প বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শিল্প হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। অনেক দেশের প্রধান আয়ের উৎস পর্যটন শিল্প। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এ প্রিয় বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন শিল্পের দুয়ার উন্মোচন করে বিশ্বের পর্যটনপ্রেমীদের আকর্ষণ করছে আমাদের যে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান, তার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙামাটি অন্যতম।

অনেক দেশে জগৎজুড়ে খ্যাতি অর্জন করা অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। আমাদেরও রয়েছে রাঙামাটি। এখানে তিন দিন কাটিয়ে আমরা যখন কর্মস্থল ঢাকায় ফেরার জন্য বাসে উঠছিলাম, সবার চোখেমুখেই তখন অতৃপ্তির ছায়া। অপরিমেয় সৌন্দর্যবিস্তৃত এ রাঙামাটির রং ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে, এমন প্রত্যাশার কথাই শোনা গেল সবার মুখে।

বাংলাদেশি পোশাকের কদর বাড়ছে ভারতে

তরিকুল ইসলাম, ঢাকা ঃ ভারতীয়দের কাছে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের কদর বাড়ছে। এমন কথাই বলা হয়েছে বাংলাদেশ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো'র (ইপিবি) দেশভিত্তিক পোশাক রফতানির তথ্যে।

ইপিবি'র তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে ভারতে ৭ কোটি ৬৯ লাখ ৮০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। পরের মাস আগস্টে বাংলাদেশ থেকে ১১ কোটি ১৩ লাখ ১০ হাজার ডলারের পোশাক কিনেছেন ভারত। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে ভারতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে ৩ কোটি ৪৩ লাখ ৩০ হাজার ডলার।

ইপিবি বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ভারতের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। জুলাই ও আগস্ট মাসে ভারতে প্রায় ১৮ কোটি ৮২ লাখ ৯০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছেন বাংলাদেশের রফতানিকারকরা। এই অংক ২০২১ সালের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৯৯ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের এই দুই মাসে দেশটিতে ৯ কোটি ৪৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের পোশাক রফতানি করেছিল বাংলাদেশ। শুধু পোশাক রফতানিই নয়, ভারতের বাজারে অন্যান্য পণ্যের রফতানিও বেড়েছে। ইপিবি'র তথ্য অনুযায়ী, অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গত অর্থবছরে (২০২১-২২) ভারতে বাংলাদেশের রফতানি ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারের ঘরে পৌঁছে, যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২০-২১) চেয়ে ৫৫ দশমিক ৬২ শতাংশ বেশি। দেখা গেছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রফতানি বেড়েছে ২০ দশমিক ৫৩ শতাংশ।উদ্যোক্তারা বলছেন, বাংলাদেশি পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় চাহিদা বাড়ছে ভারতে। চলতি বছরের জুলাই-আগস্ট সময়ে ভারতে ওভেন পোশাক রফতানি হয়েছে ১০ কোটি ৫৯ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। গত বছরের একই সময়ে ওভেন পোশাক রফতানি হয়েছিল ৫ কোটি ২৭ লাখ ৬০ হাজার ডলারের। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে নিট পোশাক রফতানি থেকে এসেছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরে একই সময়ে রফতানি

হয়েছিল ৪ কোটি ১৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার নিট পোশাক রফতানি বেড়েছে ৯৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, বেশ কিছু কারণে ভারতের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশই কাছাকাছি উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহের দিকে মনোযোগ বাড়িয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগের উন্নতি এ ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলেছে। অর্থাৎ, ভৌগোলিক কারণেই ভারতে বাংলাদেশের রফতানি বাড়ছে।

গার্মেন্ট খাতের উদ্যোক্তারা জানান, ভারতের অনেক ব্যবসায়ী এখন বাংলাদেশের কারখানায় পোশাক তৈরি করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছেন। এতে তাদের একদিকে যেমন লিড টাইম কম লাগছে, অপরদিকে খরচও কম হচ্ছে। এছাড়া ভারতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে দেশটিতে বাড়ছে ব্র্যান্ড-সচেতনতা। এ কারণে সেখানে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোও যখন দেশটিতে নতুন নতুন বিক্রয়কেন্দ্র খুলতে শুরু করেছে; ঠিক এমন সময় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। অর্থাৎ এই সংকট থেকে উত্তরণে প্রায় দেড়শ' কোটি লোকের চাহিদা মেটাতে হলে ভারতকে বাংলাদেশ থেকেই পোশাক কিনতে হবে। কারণ,ভারতে পোশাক তৈরিতে যে খরচ হয়, বাংলাদেশ থেকে আমদানি করলে তার থেকে অনেক কম পড়ে। সে কারণে সব হিসাব-নিকাশ করেই তারা এখন বাংলাদেশ থেকে বেশি বেশি পোশাক কিনছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, তুলনামূলক কোয়ালিটি ভালো, এবং দামও কম থাকায় ভারতীয়রা আমাদের তৈরি পোশাকের প্রতি ঝুঁকছে। ভারতের বাজার ভালোভাবে ধরতে পারলে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। কেননা, ভারত আমাদের পাশের দেশ, পরিবহন খরচ খুবই কম পড়বে। আমাদের মুনাফাও বেশি হবে। কারখানা মালিকদের অনেকেরই ভারতীয় অর্ডার বাড়ছে। আমরাও পোশাক তৈরির জন্য প্রস্তুত। ইপিবি'র তথ্যে দেখা যায়, গত অর্থবছরে ভারতে ১৯৯ কোটি ১৩ লাখ ৯০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। এর মধ্যে পোশাক রফতানি হয়েছে ৭১ কোটি ৫৪ লাখ ১০ হাজার ডলার।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে ভারতে ১২৭ কোটি ৯৬ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রফতানি হয় ১০৯ কোটি ৬১ লাখ ৬০ হাজার ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতে ১২৫ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছিল বাংলাদেশ।

রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছে ঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তরিকুল ইসলাম, ঢাকা ঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকটের কারণে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হলেও তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ফেরত পাঠাতে চেষ্টা চলছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কক্সবাজারের লং বিচ হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে ঝুঁকিতে থাকা ৩৬ তরুণকে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের সমাপনী উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে র‍্যাব।

'অপরাধকে না বলুন' স্লোগানকে সামনে রেখে 'নবজাগরণ' শীর্ষক র‍্যাবের এ কর্মসূচির আওতায় পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধ ঝুঁকিতে থাকা লোকদের চিহ্নিত করে সুন্দর, স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য উৎসাহিত করা হবে।

রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের কারণে আমরা অনেক সমস্যা মোকাবিলা করছি। তাদের মিয়ানমার ফেরত নিতে চাচ্ছে না। তবে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে। যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যেতে পারে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমাদের জায়গা ছোট, লোকজন এত বেশি, তার ওপর আমরা মিয়ানমার দ্বারা আক্রান্ত। আপনারা দেখেছেন সেখানে নাগরিকদের গুলি করে মারা হয়েছে, বিতাড়িত করা হলো। আপনারা দেখেছেন নাফ নদী রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, সেখানে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সময় অনেকেই বলেছেন আমরা তাদের আটকে দেই।

তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, তোমাদের মনে নেই মুক্তিযুদ্ধের সময় কোটি কোটি বাঙালি শুধু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আমরা রোহিঙ্গাদের জীবনটা রক্ষার সুযোগটা দিতে চাই। তখন বিজিবিকে সরে দাঁড়াতে বলা হলো, রোহিঙ্গারা এসে আশ্রয় নিল, বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

র‍্যাবের নবজাগরণ কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে সমস্ত এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ, জনসংখ্যা অতিরিক্ত এবং কর্মসংস্থান কম, সেখানে মানুষগুলোকে টার্গেট করেছে র‍্যাব। তারা অপরাধে জড়িয়ে যেতে পারে, সেজন্য তাদের আলোর পথ দেখ াচ্ছে র‍্যাব। এটা নিঃসন্দেহে একটা সাহসী উদ্যোগ। সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো আলোকিত বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে একসঙ্গে বেঁচে থাকবে, এটা আমরা চাই।

র‍্যাব জনগণের আস্থার প্রতীক উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাস-জঙ্গি দমনসহ যে কোনো অপরাধ দমনে, এমনকি ভেজাল নিয়ন্ত্রণে র‍্যাবের উপস্থিতি রয়েছে। যে কোন পর্যায়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে জিরো লটারেন্স নীতি রয়েছে আমাদের। আমরা বনদস্যু-জলদস্যুমুক্ত হয়েছি, জঙ্গিদমন করেছি। জঙ্গি দমনই নয়, আমরা জঙ্গিদের ধরেছি ও পুনর্বাসন করেছি। আমরা দেখেছি মা-ছেলেকে স্যারেন্ডার করিয়েছেন। র‍্যাব সেই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজারে নির্দিষ্ট করে কাজ করছে র‍্যাব। এমন একটি জায়গায় এই কাজটি করছে যেখানে সবাই একবার হলেও এই কক্সবাজারে আসতে চায়। টুরিস্ট পুলিশসহ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার বাহিনী রয়েছে এখানে। সবারই একটাই উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিটা যেন ধরে রাখতে পারি।

নাকা চেকিংয়ে চোরাই কয়লা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি,জামুড়িয়া ঃ দুধের পর এবার খাদ্য সরবরাহকারী কন্টেনারে অবৈধ কয়লা উদ্ধার।শুক্রবার রাতে নাকা চেকিংয়ের সময় জামুড়িয়া থানার পুলিশ কন্টেনার টি আটক করে। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কন্টেনার এ তল্লাশি চালাতেই পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ, কন্টেইনার ভর্তি কয়লা উদ্ধার হয় । পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার রাত্রে জামুরিয়া থেকে রানীগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় বিজপুর সংলগ্ন এরিয়ায় নাকা চেকিং হচ্ছিল পুলিশের । সেই নাকা চেকিংয়ের সময় একটা খাদ্য সামগ্রি পরিবহনের গাড়ি দাঁড় করানো হয় এবং চেক করা হয়, এরপর খাদ্য সামগ্রী গাড়ির পেছনের গেট খুলতেই অবাক হয়ে যান নাকা চেকিং করা পুলিশ আধিকারিকরা। গেট খুলতে দেখা যায় খাদ্য সামগ্রীর গাড়িতে বস্তায় বোঝাই করা অবৈধ কয়লা।

ঘটনায় দু'জন কে আটক করে জামুরিয়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুরোজ কুমার দাস ও তারক মন্ডল। প্রথমজনের বাড়ি কলকাতা,অপর ব্যক্তি জামুড়িয়ার বগড়ার বাসিন্দা। এই দুজনকে গাড়ির সঙ্গে গ্রেপ্তার করে জামুড়িয়া থানার পুলিশ এবং শনিবার তাদেরকে আসানসোল জেলা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতদের জেরা করে আরো অনেক সত্য উদঘাটিত হতে পারে, তাই জামুরিয়া থানার পুলিশ মহামান্য আদালতের কাছে ধৃতদের সাত দিনের পুলিশের হেফাজতের আবেদন করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ধৃতদের চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

কন্টেনারটি হুগলির তামান্না ফুডস প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের। উল্লেখ্য , দিনকয়েক আগে একই ভাবে অবৈধ কয়লা ভর্তি একটি দুধের কন্টেনার ধরা পড়েছিলো। এদিন ফের খাদ্যসামগ্রীর কন্টেনার ধরা পড়তে প্রশ্ন উঠছে , তাহলে কি অবৈধ কয়লা ব্যবসায়ীরা কয়লা পাচারের নতুন ফন্দি এঁটেছে ? এর আগে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কয়লা পাচার হত লরিতে। শিল্প তালুকই হোক বা অন্য কোথাও, লরিতে বোঝাই করেই সেই কয়লা চলে যেত শহরের রাজপথ দিয়ে। কিন্তু বছর খানেক ধরে সিবিআই ও গত কয়েক মাসে সিআইডি অবৈধ কয়লা পাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতেই থরহরি কম্প শুরু হয়েছে কয়লা কারবারিদের মধ্যে।বেশির ভাগই হয় এলাকা ছাড়া নাহয় গরাদের পেছনে। আগে রাস্তার অবৈধ কয়লার লরি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত 'প্যাড'। যে প্যাড দেখলেই বিভিন্ন থানা এলাকায় পুলিশের কাছে মিলত ছাড়পত্র। কিন্তু বিগত দিনে প্রশাসন সজাগ হতেই কয়লা পাচারকারীরা নিত্য নতুন ফন্দি আটছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ঢাকা দেওয়া কন্টেনার। সাধারণত এই ধরণের কন্টেনারগুলিতে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা খাদ্য সামগ্রী কিংবা দুধ ও দুগ্দ্ধ জাতীয় উৎপাদক বহন করে থাকে।কিছু ব্যক্তিগত মালিকানার কন্টেনার ছাড়াও সংস্থার নিজের কন্টেনার রয়েছে। সূত্রের খবর , পুলিশের নজরদারি থেকে বাঁচতে এই কন্টেনারে করেই কয়লা পাচারের অভিনব আবিষ্কার। সাধারণত এই ধরণের কন্টেনারে চেকিং লেশমাত্র হয়। এবং এতদিন সেই সুযোগই নিয়েছে কয়লা কারবারিরা বলে সূত্রের খবর।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে , এই কন্টেনার পাচ্ছে কি ভাবে কয়লা কারবারিরা ? তাহলে কি সেইসব সংস্থা কি যুক্ত ? সোজা সাপ্টা উত্তর হল 'না' , এটা চলছে অনেকটাই 'খেপ' খেলার ভঙ্গিতে। খাদ্য সামগ্রী এনে খালি করে ফেরত যাওয়ার সময় কয়লা কারবারিরা মোটা টাকার বিনিময়ে চালকদের সাথে রফা করে কারবার চালাচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। বেশ কয়েকদিন ধরেই জামুরিয়া পুলিশের কাছে খবর ছিল যে এলাকা থেকে কয়লা পাচার চলছে। কিন্তু কিছুতেই কিনারা করতে পারছিল না পুলিশ। পরপর দুটি কন্টেনার ধরা পড়ার পরই এই চক্রের পর্দাফাঁস হল বলে মনে করছে পুলিশের একাংশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ধারাবাহিকভাবে অবৈধ কয়লার বিরুদ্ধে নাক চেকিং ও অভিযান চলবে।

বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের নিস্তব্ধতায় কোথাও নেই বিশ্বকর্মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ এক সময় যেখানে ছিল বিশ্বকর্মা পূজায় উৎসবের চেহারা সেখানে আজ শুধু স্তব্ধতা। বার্নপুরের বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় নেই কোনও পূজার উৎসব। নেই আনন্দ। বুকফাটা হাহাকার নিয়েকারখানা দাঁড়িয়ে আছে। ২০১৮ সালে পাকা পাকি ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানা। তারপর থেকে উৎসাহ আনন্দ সবকিছুই মুছে গিয়েছে। তবু কারখানার আবাসনে বেশ কিছু পরিবার থেকে গিয়েছেন। তাদের অন্যত্র যাওয়ার উপায় নেই বলে। যদিও আবাসিকদের আবাসন ছাড়া করতে আলো জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে বহুদিন। তারপরও কষ্ট করে রয়েছেন তারা।বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় গিয়ে দেখা গেদ্রত্র চারিদিকে শুধুই শূন্যতা। ওই অঞ্চদ্রেত্রই মিষ্টি দোকান চাদ্রত্রান এক ব্যক্তি । তিনি জানালেন একসময় বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় বিশ্বকর্মা পুজো উৎসবের চেহারা নিত, চারিদিকে রমরম ব্যাপার। সেই সময় তার দোকানে চারজন কর্মীকে দ্রত্রাগাতে হতো। আজ এখন আর বিক্রি হয় না তেমন। বুড়ো বুড়ি কোনও ভাবে দোকান চালিয়ে পেট দিন গুজরান করেন। স্থানীয় কর্মীরাও জানালেন এক সময় বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানার এই রাস্তায় ভিড়ের ঠ্যালায় বিশ্বকর্মা পূজার সময়ে চলাচল করার উপায় ছিল না।এত মানুষ আসত কারখানা দেখতে। কারখানার পুজো দেখতে। উৎসবে মুখরিত ছিদ্রত্র। আজ আর কিছুই নেই। যেন কোনও বিশ্বকর্মার অভিশাপেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই কারখানা।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে পড়ার উপকরণ বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি,দুর্গাপুর ঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে নানান অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। কোথাও সরকারি স্তরে আবার কোথাও বিজেপির পক্ষ থেকে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম নয় শিল্প শহর দুর্গাপুর। এমনিতেই এদিন বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে সকাল থেকেই উৎসব প্রিয় মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে। গত কয়েকদিনের দ্রত্রাগাতার বর্ষণের পর এদিন সকাল থেকেই রোদের মুখ দেখেছে শিল্প নগরীর বাসিন্দারা। বিশ্বকর্মা পুজোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উৎসবপ্রিয় মানুষের কাছে বাড়তি উদ্দীপনা ,উৎসবে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। এদিন স্বদেশ বিকাশ মঞ্চ ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে দুর্গাপুর প্রজেক্ট দ্রিত্রমিটেড এদ্রত্রাকার বস্তি অঞ্চদ্রেত্র দুস্থ শিশুদের পড়াশোনার উপকরণ ও লাড্ডু বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জি, সুনীল সিং,তাপস নায়ক প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নানান জন কল্যানমুলক যোজনাগুলি তুলে ধরা হয় এবং সে সব যোজনার লাভ কি ভাবে পাবে বস্তিবাসী , তা নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়।

দুর্গার বেশে রূপান্তরকামীদের পাশে অভিনেতা সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি,আসানসোদ্রত্র ঃ নিজে পুরুষ হয়েও এবার দুর্গার সাজে সেজে রূপান্তরকামীদের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা সুমন চৌধুরী। আসানসোদ্রেত্রর ছেদ্রেত্র হদ্রেত্রও কর্মসূত্রে বর্তমানে কলকাতায় থাকেন সুমন। বেশ কয়েকটি নামে টিভি সিরিয়াদ্রেত্র কাজ করছেন তিনি। গত কয়েক বছর ধরে সুমনের নতুন ভাবনা দাদার দিদিগিরি। এই ভাবনা তার রূপান্তরকামীদের পাশে দাঁড়ানো।

যারা পুরুষ হয়ে জন্মেও নিজেদের নারী ভাবে বা যাদের মানসিকতা নারীর মতন সেই সমস্ত রূপান্তরকামীদের পাশে দাঁড়াতে চায় সুমন। সুমন নিজে একজন স্ট্রেট পুরুষ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রূপান্তরকামীদের পাশে দাঁড়াতে নিজে নারীর সাজে সাজিয়ে মডেদ্রিত্রং করেন। দুর্গাপূজার সময় অনেকেই দুর্গার শুটিং করেন কাশবনে। পুজোর আগেই এই দূর্গা সাজার বেশ ট্রেন্ড রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু মহিলারা দুর্গা সাজদ্রেত্রও আজ পর্যন্ত কোন রূপান্তরকামী পুরুষ দুর্গা সাজেনি। অথচ তারাও দুর্গা। তাদেরও মনের মধ্যে দুর্গা রূপে এক নারীকে তারা দ্রত্রাদ্রিত্রত করছে। আর সেখান থেকে ভাবনা সুমনের। সুমন নিজে তাই পুরুষ হয়েও দুর্গা সেজে এই বার্তা দিতে চেয়েছে যে রূপান্তরকামীরাও দুর্গা সাজতে পারেন এবং কার্যত তাদের হয়েই তিনি প্রথম পরীক্ষামূলক এই ফটোশুট করেছেন। সুমন জানেন হয়তো তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল হতে হবে এই ফটোশুটের জন্য। কিন্তু তারপরেও তিনি থেমে থাকেননি। রীতিমতো প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট এনে প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে তিনি এই ফটো শুট করিয়েছেন সুমন। তিনি জানান রূপান্তরকামীরা সমাজে সম্মান পাক। সমাজের এই কালো ব্যাধি, এই অসুর মানসিকতা দূর হোক তবেই তার এই দুর্গার সাজ সার্থক হবে।

আমরা নিরপেক্ষ নই, মানুষ ও সমাজের পক্ষে

আনন্দ বাংলা

২ আশ্বিন, ১৪২৯ সোমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

দোলাচলে বিশ্বকর্মারা

নিয়ম করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে আরও একটা বিশ্বকর্মা পুজো পেরিয়ে গেল। কিন্তু রাজ্যের বিশ্বকর্মারা নতুন শিল্পের আবির্ভাব না হওয়ায় তারা দিশাহীন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন বিপুল অঙ্কের লগ্নি হবে বাংলায়। কিন্তু মুখে বলা আর বাস্তবে হওয়ার মধ্যে বহু ফারাক রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে লগ্নি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম দশেও জায়গা পায়নি পশ্চিমবঙ্গ।

প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডও বাংলার থেকে আগে রয়েছে। যে ঘটনা বাংলার পক্ষে একেবারেই ভাল কথা নয়। অথচ রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন তাঁর প্রধান লক্ষ্য শিল্প ও কর্মসংস্থান। এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর সফরে গিয়ে একটি সরকারি কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী রোজগার বাড়াতে বা বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ফের তেলেভাজা বিক্রির পরামর্শ দিলেন।

এর আগেও তেলেভাজা বিক্রি করে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা একটা সময় বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা তখন ব্যাপক কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে মুখ্যমন্ত্রী যে সেই অবস্থান থেকে এতটুকু সরে আসেননি তা বৃহস্পতিবার ফের বোঝালেন খড়্গপুরের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, চা, বিস্কুট, ঘুগনি, তেলেভাজা, ঝালমুড়ি বিক্রি করে রোজগার যথেষ্ট বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর কথায়, এগুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বিক্রি তো হবেই, চাহিদাও বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'একটু খেটে খেতে হবে। ১০০০ টাকা জোগাড় করে একটা কেটলি কিনুন, আর মাটির ভাঁড় নিন। সঙ্গে কিছু বিস্কুট নিন। আস্তে আস্তে বাড়বে। প্রথম সপ্তাহে কিছুটা বিস্কুট নিলেন, পরের সপ্তায় মা'কে বললেন একটু ঘুগনি তৈরি করে দাও। তার পরের সপ্তাহে একটু তেলেভাজা করলেন। একটা টুল আর একটা টেবিল নিয়ে বসলেন। এই তো পুজো আসছে সামনে। দেখবেন লোককে দিয়ে কুলোতে পারবেন না। আজকাল এত বিক্রি আছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'চা ভর্তি কেটলি নিন, সঙ্গে কয়েকটা কাপ নেবেন। এসব নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন হু হু করে চা বিক্রি হয়ে যাবে। আর একটা কৌটোয় ঝালমুড়ি ভরে নিন, অল্প বাদাম, ছোলা ফেলে দিন। দেখবেন একের পর একজন খেতে চাইবে। বিক্রি করে শেষ করতে পারবেন না। একটা শালপাতা নিয়ে মাঝখানে ফুটো করে কাঠি ঢুকিয়ে দিন, ঠোঙা হয়ে যাবে। তাতেই ঘুগনি, ঝালমুড়ি বিক্রি করবেন'। সেই সঙ্গে বলেন, 'লোকে যদি বলে এসব করছ? বলবেন হ্যাঁ, এসব করি। বলবেন আমরা বিত্তবান হতে চাই না, বিবেকবান হতে চাই।' ভারী শিল্প অথবা ছোট শিল্প নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবারও কোন কথা বলছেন না। আর এতেই অশনিসংকেত দেখছেন রাজ্যের বিশ্বকর্মারা।

জ্যোতির্বাণী

বাণী

সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন তাঁর গভীর অনুভূতিপ্রসূত একটি কথা ''ঈশ্বরলাভ মানে কি তা বুঝলাম না ভাই, কিন্তু বুকটা বড় হয়ে গেছে, সারা বিশ্বকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।'' এই সহজ উক্তি এক শাশ্বত মহামন্ত্রের অভিব্যক্তি। গুরুদত্ত জপমন্ত্র যেমন বারে বারে জপ করে যাওয়াটাই কর্তব্য, তেমনি স্বামিজীর এই মহাবাণীটি বারে বারে বলা, স্মরণ করা, মনন করা ও নিজের জীবনে সম্ভবত রূপায়িত করার প্রচেষ্টা আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এ বাণী কখনও পুরোনো হবার নয়, দেশকালের সীমায় সীমায়িত হবার নয়। এই বাণীর গভীরে প্রবেশ করতে পারলে যে কোনও জীবন মহাজীবনের দিশা পেতে পারে। 'বড় বুক' মানে কি? খুব লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ বুক? না। বড় বুকের অর্থ আর কিছু নয়;অসীম আকাশের মত উদার হৃদয়। আর এই উদারতার মূল স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা। আর এই ভালবাসা সর্বদেশের সর্বকালের সর্বধর্মের শাশ্বত সুর। সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে। কিন্তু সেই জ্ঞানের চরম পরিণতি কোথায়? জ্ঞানের পরিণতি প্রেমে। এই প্রেম ভালবাসা যেন শেষ কথারও পরের কথা। আধ্যাত্মিক জগতে যাকে বলা হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। সমাধির সুখ নয়, লীলার আনন্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বললেন;শুকদেবের মত সমাধি চাইছেন শুনে;''হ্যাঁরে তুই এ্যাতো হীনবুদ্ধি! শুধু নিজের সুখের কথা ভাবছিস! কোথায় কালে বিশাল বটবৃক্ষের মত জগতকে শান্তির ছায়া দিবি! না সমাধি চাইছিস্! ধিক্ তোর এই ক্ষুদ্র চাওয়াকে।'' সেদিনের স্তব্ধ বিবেক সত্যিই বটবৃক্ষ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ইচ্ছাকে রূপ দিতে। নিঃস্ব সন্ন্যাসী দেখিয়ে গেলেন ভালবাসার দৃষ্টান্ত। গৌতমবুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ঈশামসী প্রমুখ সমস্ত অবতার মহাপুরুষ জগৎকে ভালবাসলেন, আর ভালবাসার মন্ত্র দিয়ে গেলেন জগৎবাসীকে।

বাইবেলে পাই;যীশুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় একজন উকিল তাঁকে প্রশ্ন করলেন ''Master which is the great commandment in the law?'' শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিধান কি? ভগবান যীশু বললেন 'òThou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul– and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets''. তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মন দিয়ে ভগবানকে ভালবাসবে। এটা হচ্ছে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় নির্দেশ এবং এরই সমান দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে ,তোমার প্রতিবেশীকে তুমি ঠিক নিজের মত ভালবাসবে। আর এই দুটি বিধানের ওপরই সকল শাস্ত্র সকল শাস্ত্রকার দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন হিন্দুধর্মের মূল কথারই প্রতিধ্বনি। ঈশ্বরকে ভালবাসা আর মানুষকে ভালবাসা একই বস্তু। তবে এটা বুঝতে হবে। মানুষের ভেতরে তিনিই রয়েছেন। একই আত্মা সর্বজীবের অন্তরতম বস্তু। কারণ, তিনিই নিজেকে বিলসিত করে এই সৃষ্টির সবকিছুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন।

স্বামী মৃগানন্দের 'সাধনার পথে' (১ম খণ্ড) থেকে

এ কেমন আন্দোলন ?

জ্যোতি প্রকাশ মুখোপাধ্যায়

যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আন্দোলনের পিছনে থাকে শাসক দলের দুর্নীতি, অপশাসন, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার। এইসব ঘটনা অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই নিছক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেও আন্দোলন করা হয়, বনধ ডাকা হয়। ফলাফল যাইহোক না কেন দিনের শেষে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল তাদের আন্দোলনের সাফল্যের কাহিনী জনগণের সামনে তুলে ধরে। বলা যেতেই পারে প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। তবে অনেক সময় লক্ষ্যকে অতিক্রম করে উপলক্ষ্য বড় হয়ে ওঠে।

১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই। ততদিনে এই রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের ১৬ বছর রাজত্ব করা হয়ে গ্যাছে। প্রথম ১০ টা বছর অর্থাৎ ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে সেভাবে অভিযোগ না উঠলেও তারপর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করে। আসলে কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতন এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের মনে হয়তো একটা আশঙ্কা ছিল এবার এই রাজ্যে সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হবে। ১৯৮৪ সালে দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃতুর পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা শোকের আবহে পরবর্তী নির্বাচনে বিপুল আসন পেয়ে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে। সিপিএম যখন দেখল রাজীব গান্ধী সরকার ভাঙল না তখনই তাদের দাঁত, নখ হিংস্রভাবে বেরিয়ে এল।

'চলছে না চলবে না' স্লোগানে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলোর জঙ্গি আন্দোলনের ফলে একের পর কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারিদের মনোভাব হলো ''আসি যাই বেতন পাই''। ছাপ্পা ভোটের জন্য প্রতিটি নির্বাচন কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলেই তৎকালীন কংগ্রেস কর্মীদের কোথাও হাত কেটে নেওয়া হয়েছে, কোথাও বা মুখে জ্যান্ত কই মাছ ভরে দেওয়া হয়েছে। শহর নির্ভর মিডিয়ায় এর বেশি খবর প্রকাশিত হতো না। অথচ বামফ্রন্টের উচ্ছিষ্ট খেয়ে তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা বেশ রসেবশে থাকত। অবশ্য মাঝে মাঝে সিপিএমের লিখে দেওয়া স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একটু আধটু আন্দোলনের হুমকি দিত। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক নেতাকে সিপিএম করায়ত্ত করতে পারলেও পারেনি মমতাকে।

বাম বিশেষ করে সিপিএম বিরোধী আন্দোলনে রাজ্য নেতৃত্ব তো বটেই মমতা দলের হাইকমাণ্ডেরও নুন্যতম সাহায্য পায়নি। কিন্তু পাশে পেয়েছিল একদল কংগ্রেস কর্মীকে যারা কোনো না কোনো ভাবে সিপিএমের হাতে অত্যাচারিত। তাদের নিয়েই সিপিএমের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাচারিত কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়ান। অবশেষে আসে সেই মহেন্দ্রক্ষণ।

নির্বাচনে সিপিএমের জালিয়াতি রুখতে তিনি সচিত্র পরিচয় পত্রের দাবি তোলেন। দাবি পূরণের জন্য তৎকালীন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মমতা ব্যানার্জ্জী মহাকরণ ঘেরাও করার ডাক দেন। এবারও তিনি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাহায্য না পেলেও বরাবরের মত পাশে পেয়েছিলেন সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই হাজার হাজার যুব কংগ্রেস কর্মী কলকাতার রাজপথে নামে। লক্ষ্য মহাকরণ।

সকাল ১০টা থেকে মহাকরণ ঘিরে পাঁচটা এলাকা দিয়ে এগোতে থাকে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। বিভিন্ন প্রান্তে সৌগত রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মদন মিত্র, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা মিছিলের নেতৃত্বে দেন। মমতা নিজেও একটি মিছিলের নেতৃত্বে থাকেন। পুলিশও বিভিন্ন ক্রসিং- এ ব্যারিকেড গড়ে তোলে। বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের হটাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় । শোনা যায় পুলিশের সঙ্গে সিপিএমের বহু হার্মাদও নাকি পথে নামে। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালালে তেরো জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়। সিপিএমের হার্মাদদের আক্রমণে মমতাও মারাত্মক ভাবে আহত হন। অর্থাৎ নির্বাচনে সচিত্র পরিচয় পত্র চালু করার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের এটাই ছিল পরিণতি। তবে তেরোটি তরতাজা জীবনের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত দু'বছর পর নির্বাচনে সচিত্র পরিচয় পত্র চালু হয়। অর্থাৎ লক্ষ্য পূরণ হয়। আন্দোলনটা এই রাজ্যের হলেও ফলাফল সমগ্র দেশ ভোগ করে।

কাট টু। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর ২০১১ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের পতন ঘটে। তারপর থেকেই সিপিএম নেতৃত্ব কার্যত দিশাহারা। রাজ্যপাট ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে কখনো নির্লজ্জের মত চিরশত্রু কংগ্রেসের, যদিও ধান্দাবাজ ও ক্ষমতা লোভীদের কাছে রাজনীতিতে চিরশত্রু বলে কিছু হয়না, সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কখনো বা মুসলিম ভোট ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে আব্বাস সিদ্দিকীর মত ধর্মগুরুর সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা করেনি। অথচ এই কাজটা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল করলে তাকে নীতিহীন বা সুবিধাবাদী বলতে দ্বিধা করতনা। যাইহোক ফলাফল হলো ২০১১ সালের পর প্রতিটি নির্বাচনে সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট ও আসন সংখ্যা কমেছে এবং বর্তমানে বিধানসভায় শূন্য। যতই বলা হোক বাংলার জনগণ কিন্তু বামধারায় বিশ্বাসী এবং তারা হয়তো সিপিএমকে নকল বামপন্থী মনে করেছে। তাই সিপিএমের এই দুর্দশা।

আসলে গত চৌত্রিশ বছর ধরে বাংলার মানুষ উন্নয়নের পরিবর্তে অত্যাচার দেখেছে। সেই সময় একাধিক গণহত্যা হয়েছে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। ঘটনার জন্য কারা দায়ি সেটা খুঁজে বার করে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব কার ছিল? পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাটো হিংসাত্মক ঘটনা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। নিজ নিজ এলাকা দাপিয়ে বেরিয়েছে ডাবলু আনসারি, মজিদ মাস্টার, তপন-সুকুরের মত সম্পদরা। এটা ঠিক এই সম্পদদের অনেকেই আজ তৃণমূল কংগ্রেসে বা কেউ কেউ বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সেদিন কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি? সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি থেকে পুলিশকে সরিয়ে নিরপেক্ষ রাখলে বছরের পর বছর পুলিশের গায়ে 'দলদাস' ট্যাগ লাইন লাগত না। এরকম হরেক ঘটনার সাক্ষী বাংলার মানুষ। আজও বাংলার মানুষ সেদিনের সেই অত্যাচারী মুখগুলোকে সামনে দেখছে। তাইতো তাদের বিশ্বাস করতে পারছেনা। অথচ প্রবীণদের পাশে নবীনদের নিয়ে চললে ফলাফল অন্য রকম হতে পারত। যদিও বর্তমানে সিপিএমের নবীন প্রজন্মের সবচেয়ে আলোচিত নেত্রী যেভাবে হাত কেটে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে তাতে কিন্তু অনেকেই আতঙ্কিত।

সম্প্রতি বর্ধমান শহরের বুকে সিপিএমের আইন অমান্য আন্দোলন হয়। নেতৃত্বে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বলা হলো তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য এই আন্দোলন। ইস্যুটা কিন্তু খুব ভাল ছিল। আন্দোলনটা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হতো সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যেত। তারা ভেবেছিল এবার হয়তো সিপিএম হিংসার পথ ত্যাগ করবে। পরিবর্তে বাংলার মানুষ তাদের হিংসাত্মক কাণ্ড কারখানার তাণ্ডব লীলার 'লাইভ টেলিকাস্ট' দেখল। সেই মুখে গামছা বাঁধা ক্যাডার, রাস্তায় ফেলে পুলিশের উপর আঘাত করা ও তাদের উপর ঢিল ছোড়া, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা- সবই মানুষ দেখল। এত ইঁট, পাথর এলো কোথা থেকে? তাহলে কি এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত? হয়তো নেতারা চাইছিল আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠুক এবং পুলিশ বাম আমলের মত 'ট্রিগার হ্যাপি' হয়ে উঠে গুলি ছুড়তে থাকুক। তাতে দু'চারটে কর্মী মরলে পরবর্তী আন্দোলন আরও জোরালো হবে। বামফ্রন্টের মত শৃংখলাপরায়ন দলের কর্মীরা নেতাদের কথা শুনবেনা এটা তো কখনোই হতে পারেনা। কর্মীদের সংযত না করে সেলিম ঘটনাস্থল থেকে কেটে পড়ল। যথারীতি সন্ধ্যায় সেলিম আঙুল তুলল পুলিশের দিকে। কিন্তু তার দাবি ও সংবাদ মাধ্যমের ছবির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া গ্যালোনা। হিংসাত্মক ঘটনা বাদ দিলে আন্দোলন নিয়ে জনগণের মধ্যে কোনো প্রভাব পড়লনা।

কাট থ্রি। ১৩ ই সেপ্টেম্বর ছিল বিজেপির নবান্ন অভিযান। এই রাজ্যে কোনো স্তরেই কার্যত বিজেপির সংগঠন বলে কিছু নাই। আগে তাও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে একটু আধটু লড়াই হতো। কিন্তু সেগুলো ধরা পড়ে যাওয়ার পর চুপচাপ। সংগঠন গড়ে তোলার পরিবর্তে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে কলহে ব্যস্ত। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী - তিন জন তিন দিকে হাঁটে, কোনো মিল নাই। এরা মিডিয়ার সামনে সপ্রতিভ হলেও রাজনীতির ময়দানে সংগঠন তৈরিতে নয়, অন্তত এখনো সেই প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বড় আশা ছিল ভোট প্রচারে নিত্যযাত্রী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরে এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। ভোটের ফল অন্য কথা বলে। তারপর থেকে তৎকালীন 'পদ্মপাল' ও কয়েকটি তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগিতায় এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ঘুরপথে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নও আপাতত ব্যর্থ। এই পরিস্থিতিতে নবান্ন অভিযান যে চরম ব্যর্থ হবে তাতে কোনো ভুল ছিলনা। সুতরাং প্রাসঙ্গিক থাকতে হলে একমাত্র উপায় হিংসাত্মক ঘটনার আশ্রয় নেওয়া এবং বাস্তবে সেটাই হলো। অনেকেই ঠাট্টা করে বলতে শুরু করল নবান্ন অভিযানে বিজেপির যা লোক হয়েছিল তার থেকে বাম আমলে সিপিএমের বা বর্তমানে তৃণমূলের জেলা সম্মেলনে অনেক বেশি লোক হয়।

যাইহোক মিডিয়ার দৌলতে বাংলার মানুষ বিজেপির হিংসাত্মক ঘটনার সাক্ষী থাকল। যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে পুলিশের দিকে ঢিল ছোড়া বা পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সবকিছু ছাপিয়ে গ্যালো কলকাতার রাজপথে অ্যাসিট্যাণ্ট কমিশনার র‍্যাঙ্কের একজন পুলিশ অফিসারকে নৃশংস ভাবে মারধরের ঘটনা। বারবার তার মাথায় আঘাত করতে দ্যাখা গ্যাছে। মাথায় হেলমেট না থাকলে হয়তো বড় অঘটন ঘটতে পারত। ওদিকে বিজেপির নেতারা আন্দোলনের শুরুতেই কর্মীদের ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে বীরদর্পে চম্পট দিল। আন্দোলন কতটা ফলপ্রসূ হলো সেটা নিয়ে আলোচনা চাপা পড়ে গ্যালো। পরিবর্তে গুরুত্ব পেল 'ডোণ্ট টাচ মি'। মনে হচ্ছে এই বাক্য বন্ধনী বাংলায় কিছু দিনের জন্য একটা ভাল জায়গা করে নেবে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পেছনে উঠে এলো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। কিন্তু কে কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল সেটা বলা হলোনা। ভট্টাচার্য উকিলও ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে সমর্থন করল।

২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর। সিঙ্গুর আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে এবং তাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। মমতা কলকাতা থেকে সিঙ্গুরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে বাধা দেয়। কলকাতায় ফিরে এসে সোজা তিনি বিধানসভায় চলে যান। তখন বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলছিল। সেখানে গিয়ে চিৎকার করে দলের বিধায়কদের কাছে তার উপর পুলিশি হামলার অভিযোগ করতে থাকেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বিধানসভা কক্ষের বাইরে ও ভিতরের শতাব্দী প্রাচীন আসবাব ভাঙচুর শুরু করেন তৃণমূল বিধায়করা। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই ভাঙচুরের দৃশ্য সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয় এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি করার জন্য তীব্র সমালোচনা করা হয়। বর্ধমানে আন্দোলনের নামে সিপিএম এবং কলকাতায় যেভাবে বিজেপি সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করল তারপর তারা কি আর মমতার সমালোচনা করতে পারবে?

প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও পুলিশ। সরকারি সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির নয়, ওটা সাধারণ মানুষের করের টাকায় গড়ে তোলা। অবিলম্বে আইন করা উচিত যে দল সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করবে সেই দলকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যতদিন না এই ক্ষতি পূরণ হবে ততদিন সেই দল কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা। আর পুলিশ তো 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' করে যায়। এই দেশে প্রতিটি রাজ্যে একই চিত্র দ্যাখা যায়। আজ বাগুইহাটির দুই কিশোরের মৃতু নিয়ে সিপিএম পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলে। কিন্তু ২৯ বছর আগে ব্যারাকপুরের সঞ্জীব-তীর্থঙ্করের কথা ভুলে যায়। এটাও ঠিক মাঝে মাঝে পুলিশকে অতি সক্রিয় হতে দ্যাখা যায়।

সুতরাং আন্দোলন করার সময় অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য ও শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করতে হবে। এটা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, গণতান্ত্রিক দেশের আন্দোলন। কিন্তু ক্ষমতা দখল যেখানে শেষ কথা সেখানে কি এইসব ভাবনা মাথায় রাখা যায়???

ডাকের সাজে সেজে মা মৃন্ময়ী থেকে হয়ে উঠবেন চিন্ময়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন থিমের পুজো নিয়ে মেতে আছে বর্তমান প্রজন্ম থেকে বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারা। যদিও প্রবীণ ও বয়স্ক মানুষের কাছে এই থিমের পুজো প্যান্ডেল ও আধুনিক প্রতিমার প্রতি সেই টান নেই। বহু মানুষ আছেন যারা এই থিমের প্রতিমাকে দেবী প্রতিমা বলে মানেন না। তাঁদের কাজে দেবী উমার একটাই রূপ তা সাবেকি প্রতিমার রূপই। সাদা ডাকের সাজে হলুদ গাত্র বর্ণের প্রতিমা তাদের কাছে স্বয়ং জীবন্ত দেবীর রুপ। মায়ের কাজল টানা পটল চেরা চোখের মধ্যেই তাঁরা জগৎজননীর মহাত্ম খুঁজে পান। আর এই সাবেকি প্রতিমাকে আরও জীবন্ত করে তোলে সাদা শোলার উপরে চুমকি, জরি দিয়ে সাজানো ডাকের সাজের চালচিত্র ও গহনা। গত শতকের আশির দশকেও বাংলার সর্বত্র ডাকের সাজের প্রচলন ছিল। ডাকের সাজ মানেই আভিজাত্য, ডাকের সাজ মানেই এক অনন্য শিল্পের ছোঁয়া। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জৌলুস হারাতে বসে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজ। একবিংশ শতকের সূচনা লগ্নে ডাকের সাজের পরিবর্তে বাজার দখল করা শুরু করে তার ও জরির বিভিন্ন কাজ। হাতেগোনা কিছু প্রতিমা বাদে বেশিরভাগ জায়গাই দখল করেছিল জরি ও তারের তৈরি বিভিন্ন শৌখিন কাজ। তবে সময়ের সাথে সাথে ফের নিজের হারানো জমি ফিরে পাচ্ছে গ্রাম বাংলার ডাকের সাজ। আবারও বিভিন্ন পুজো

মন্ডপে ডাকের সাজে অপরূপা রূপে সেজে উঠছেন মৃন্ময়ী মা।

আর ডাকের সাজের কাজে বহু বছর ধরে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন হাওড়া শ্যামপুরের শিল্পীরা। আর তাতেই আশার আলো দেখছেন গ্রামীণ হাওড়ার শ্যামপুরের গুটিনাগোড়ী গ্রামের ডাকের সাজের শিল্পীরা। দামোদর লাগোয়া শ্যামপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম গুটিনাগোড়ী। সেই গ্রামেরই অধিকারী বাড়িতে এখন চরম ব্যস্ততা। হবেই না বা কেন! আর ক'টা দিন তো মাত্র হাতে রয়েছে। তাই রাতদিন জেগে চলছে শেষ মুহুর্তের কাজ। বছর পনেরো আগে কোলকাতা থেকে ডাকের কাজ শিখে এসে বাড়িতে কাজ শুরু করেন গ্রামেরই যুবক সুকান্ত অধিকারী। তাঁর কাজে সামিল হন স্ত্রী নমিতা অধিকারী। সুকান্ত বাবু জানান, কোলকাতা বা পার্শ্ববর্তী মার্কেট থেকে কাঁচামাল নিয়ে আসা হয়। নিপুণ শৈল্পিক দক্ষতার প্রতি আত্মবিশ্বাস রেখেই স্বপ্ন দেখা শুরু। একসময় শুধু নিজেরাই বাড়িতে এই সামগ্রী তৈরি করতেন। এখন তাদের থেকে কাজ নিয়ে আশপাশের অনেকেই রোজগারের মুখ দেখছেন। পুজোর আগে কাজের চাপও প্রবল। অক্লান্ত পরিশ্রম আর শৈল্পিক ভাবনায় ভর করে দেড় দশকে নিজেদের ব্যবসার পরিসরও বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে। আগামীতে এই ব্যবসাকে আরও বড়ো করার স্বপ্ন দেখেন অধিকারী দম্পতি। দেড় দশকের এই চলার পথটা খুব একটা মসৃণ ছিলনা। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে কখনো কখনো ডাকের সাজের চাহিদায় বেশ খানিকটা কোপ পড়েছে। তবে এখন অনেকটা আশার আলো দেখছেন শিল্পী সুকান্ত অধিকারী। সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডাকের সাজের চাহিদা। উলুবেড়িয়া, শ্যামপুর, আমতা, বাগনান, পাঁচলা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মৃৎশিল্পীরা ন্যায্য মূল্যে তাদের থেকে এই সাজ সংগ্রহ করেন। যদিও এখনও সেভাবে কোলকাতার বাজার ধরতে পারেনি তারা। তবে আশার আলোয় বুক বেঁধে প্রতিকূলতার মাঝেই লড়াই করে চলেছেন শিল্পী দম্পতি। তাঁরা আশা করে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী সমাজ ফের সাবেকিয়ানাতেই ফিরে আসবে। মা ডাকের সাজে সেজে মৃন্ময়ী থেকে হয়ে উঠবেন চিন্ময়ী।

পাশে দাঁড়ালেন রেল কর্তৃপক্ষ

রেলের অনুমতিক্রমেই পথশিশুদের পাঠদান ওয়েটিং রুমে

শান্তনু সেন শর্মা, বর্ধমান ঃ রেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এবার বর্ধমান স্টেশনের আট নম্বর প্লাটফর্মে রেলের ওয়েটিং রুমে পথশিশুদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হলো। ব্যবস্থা করলেন শহরের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহজপাঠ। এই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার বিকেলে এক ঘণ্টা করে এই এলাকায় থাকা ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী পথশিশুদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের উদ্যোগ ২০১৮ সালে নেওয়া হয়েছিল বলে জানান সহজপাঠ-এর পক্ষে তাপস কুমার পাল। তিনি জানান, আমাদের এই কাজে প্রথম অনুপ্রাণিত করেছিলেন প্রাইমারি স্কুল বোর্ডের এসআই শুভাশিস বক্সী। পরবর্তীতে তিনি ডিআই হয়ে পুরুলিয়ায় চলে গেলেও আমাদের এই কাজে সেখান থেকেও সহযোগিতা করেন। বর্তমানে সৈকত রাউত, গোপাল হালদার, সঞ্জয় সাহা, দীপিকা মুখার্জী প্রমুখ। এই দুদিন পথশিশুদের পাঠদানের কাজে যারা যুক্ত থাকেন তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা এই শিশুদের পাঠদানের পাশাপাশি কিছু জলযোগের আয়োজন করি। আমরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞ, যেহেতু তারা তাদের ৮ নম্বর প্লাটফর্মের ওয়েটিং রুমটি বৃহস্পতি এবং শনি এই দুদিন এক- দেড় ঘন্টা করে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরও আন্তরিক সহযোগিতায় এখানে থাকা পথশিশুরা অন্তত শিক্ষার আলো কিছুটা পাচ্ছে। আর তাদের কাছে এই শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই সহজপাঠ ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের কর্মযজ্ঞ কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানে শিক্ষালাভ করতে পেরে খুশি আগত শিশুরাও। তারাও চায় একটু লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা পেতে। তাদের এই কাজে সহজপাঠ পাশে দাঁড়ানোয় সেখানকার কর্তৃপক্ষের প্রতি তারাও যথেষ্টই কৃতজ্ঞ।

সিউড়ি সদর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসার আগেই পর্যবেক্ষণ রাজ্যের তিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের

প্রত্যাশা বিশ্বাস, সিউড়ি ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দল আসার আগে রাজ্যের তিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দল সিউড়ি সদর হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন বুধবার । স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্যের নিরিখে তৃতীয় হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে সিউড়ি সদর হাসপাতালকে এবার আরও ভালো পরিষেবার সাথে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে । তাই হাসপাতাল সাজিয়ে তুলতে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসক অমিতাভ সাহা , সৌরদীপ পাল ও মোহনা নন্দী সিউড়িতে এসে হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ শুরু করেন বুধবার দুপুর থেকে । রাজ্যের এই তিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিস রায় , হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা । হাসপাতালের বিভিন্ন দিক তাঁরা খতিয়ে দেখবেন আগামী তিন দিন । তিন দিন পর্যবেক্ষণের পরই মতামত দেবেন তাঁরা । হাসপাতালের কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে সেই দিক খতিয়ে দেখ বেন তাঁরা । পর্যবেক্ষণের প্রথম দিনে অমিতাভ সাহা হাসপাতালের ওটি , আইসিইউ সহ দেখেন আরো তিনটি বিভাগ । সৌরদীপ পাল দেখেন আউটডোর সহ দুটি বিভাগ । শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র সহ আরো দুটি বিভাগ দেখেন মোহনা নন্দী । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায় , তিন দিন পর্যবেক্ষণের পর হাসপাতালের কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে সেই বিষয়ে তাঁদের মতামত দিয়ে যাবেন এই তিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা । তারপরই বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে সেই ঘাটতি গুলো পূরণ করে আরও ভালো পরিষেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হবে । জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান , 'হাসপাতালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসার আগে এভাবেই আরও বেশ কিছু দল এসে দফায় দফায় হাসপাতাল উন্নয়নের পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ করে যাবেন । '

কার্জন গেটে বামপন্থীদের তান্ডবের প্রতিবাদে পথে মহিলা বিদ্বজ্জনেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ শহর বর্ধমানে গত ৩১ আগস্ট আইন অমান্য কর্মসূচী পালন করেছিল বামপন্থীরা। তৃণমূলের অভিযোগ, এই আইন অমান্য কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তান্ডবলীলা চালায় বামপন্থী ছাত্র- যুব সংগঠন। কার্জন গেট এলাকার সৌন্দর্যায়ন নষ্ট করা হয়। যা একটি শহরের সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ বলেই তারা দাবি করেন। আর এরই প্রতিবাদে ১৩ ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান কার্জন গেটের সামনে অরাজনৈতিক মঞ্চে মিলিত হয়ে শহরের মহিলা বিদ্বজ্জনেরা সেদিনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও মহিলা কর্মীরা, স্কুলের শিক্ষিকারা এবং মহিলা বুদ্ধিজীবীরা। তারা সকলেই সেদিনের ওই তান্ডব লীলার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাদের কথায়, আইন অমান্য কর্মসূচী যেকোন রাজনৈতিক দল করতেই পারে। কিন্তু সেই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে শহরের সৌন্দর্যায়নকে নষ্ট করা কখনোই কোনো শুভ বার্তা দেয় না। তাই এই জঘন্য কাজের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তারা। এদিনের এই কর্মসূচী পরিচালনা করেন বর্ধমান ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা লড়াকু তৃণমূল নেত্রী মিঠু সিংহ।

তিনি বলেন, বামপন্থীরা এখনও মনে করছে তারা সেই ৩৪ বছরের মতোই ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে মানুষ তাদের বহুদিন আগেই ক্ষমতাচ্যুত করেছে। আজ বিধানসভায় তাদের ফলাফল শূন্য। সুতরাং এইভাবে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থীরা আর মানুষের মন জয় করতে পারবে না। বরং তাদের এই ধরনের কার্যকলাপ মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি ঘৃণা সঞ্চারিত করেছে। আমরা আশা রাখবো বিরোধী দল হিসেবে রাজ্যে তাদের যেটুকু অস্তিত্ব আছে তাতে তারা গঠনমূলক আন্দোলন ও সমালোচনা করবে সরকারের। কিন্তু আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার বিষয়টিকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সেটা যেমন তৃণমূল দলের পক্ষ থেকেও মানা হবে না, তেমনই শহরের বিশিষ্টজনেরাও এই ধরনের ঘটনার অবশ্যই নিন্দা করবেন। তাই আজ পথে নেমে মহিলা বিদ্বজ্জনেরা সেদিনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আবারও যদি করা হয় তাহলে তারা পথে নেমে আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও এদিন বার্তা দিয়েছেন তারা।আমি মনে করি বামপন্থীরা তাদের এই ভুল শুধরে নিয়ে সঠিক পথে আন্দোলন করবে। আর তা যদি তারা না করে তাহলে শহরের মানুষের কাছ থেকে তারা আগামী দিনে উপযুক্ত জবাব পাবে।

বাংলাদেশের মায়ের পুজো সিউড়ীর মালিপাড়ার বসাক বাড়িতে

প্রত্যাশা বিশ্বাস, সিউড়ি ঃ অনেকেই এই পুজোকে বলেন বাংলাদেশের মায়ের পুজো । বাংলাদেশের পুজোর ঘট এখানে বেদীর নীচে পুতে রাখা হয় , তারপর থেকে এখানেই শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো। একই বেদীতে থাকে মা মনসা, দুর্গার সাথে তারও হয় পঞ্চমীতে হয় মা মনসার পুজো । বেদীতে থাকে কার্তিক , গনেশ , লক্ষী সরস্বতীও । জানা গিয়েছে যামিনী কান্ত বসাক নামে এক তাঁতি তাদের বাংলাদেশের নিজের বাড়ির পুজো বাংলাদেশ থেকে এদেশে নিয়ে এসেছিলেন । আগে এই পুজো ঢাকা জেলার ধামরাই এ হয়ে এসেছে প্রায় বহু দিন ধরে , একই আদলের নাট মন্দির রয়েছে বাংলা দেশে । সেই আদলেই এদেশে একই রকম ভাবে তৈরী করা হয়েছিল মন্দির । সেই মন্দির এখনও আছে বাংলাদেশে । বাংলাদেশে ওই মন্দিরের পাশেই ছিল একটি পুকুর আর সেই পুকুরের পাশের গাছের তলাতেই ছিল মা মনসা । ওই মা মনসামাই দিতেন দুর্গা পুজোর আগে পুজোর খরচ । গাছ তলাতেই পুজোর আগে পাওয়া যেত পুজোর বাসন কোসন , পাওয়া যেত মোহরও । ওই মোহর বিক্রী করেই আসতো পুজোর খরচ । তবে কোনো একবার ওই বাসন কোসন রেখে দেওয়াতে ও বেশী মোহর তুলে নেওয়ায় পরের বছর থেকে আর গাছের তলায় মোহর পাওয়া যায়নি , তারপর থেকে বাংলাদেশে টেনেটুনেই চলছিল পুজো । তারপরই হয় দেশ ভাগ , পরিবারের এক অংশ এদেশে চলে আসে , তাদের সাথে পুজোও চলে আসে এদেশে । তারপর থেকে পঞ্চমীর দিন মনসা মায়ের আগে ঘট বসে পুজোর বেদিতে , তারপরই বসে দুর্গার ঘট । পুজোর সব কিছু বানানো হয় পরিবারের হাতেই । সপ্তমীতে ১৩ শের , অষ্টমীতে ২১ শের , নবমীতে ৯ শের চাল দেওয়া হয় নৈবিদ্যে । মায়ের পুজো হয় বৈষনব মতে , তবে আগে মাকে তুলসী কাঠের মালা পড়ানো হতো । বৈষনবী মতে পুজো হওয়ায় অষ্টমীর ক্ষ্যানে কোনো রকম বলি হয়না । নবমীর দিন হয় বিরাট এক যোগ্য , তার সঙ্গে দরিদ্র নারায়ন সেবা হয় মন্দির চত্বরেই । দশমীর দিন হয় মা দুর্গার ঘট বিসর্জন । উল্লেখ্য ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হতো , সেই কারনে মায়ের বিসর্জন হতো , স্বপ্নাদেশের পর ২০১৭ সাল থেকে মা পিতলের মূর্তিতে স্থাপিত এখানে । অষ্টমীর দিন হয় কুমারী পুজো , তবে তা কোনো পুরোহিত করেন না , পুজো করেন বাড়ির সদস্যরাই । এই পুজো নিয়েই বর্তমানে মেতে থাকেন বাড়ির সদস্যরা । বাড়ির সদস্যা মৌমতা বসাক বলেন , 'শোনা কথা বাংলাদেশে দুর্গা মন্দিরের পাশেই ছিল একটি পুকুর আর সেই পুকুরের পাশের গাছের তলাতেই ছিল মা মনসা । ওই মা মনসামাই নাকি দিতেন দুর্গা পুজোর আগে পুজোর খরচ । গাছ তলাতেই পুজোর আগে পাওয়া যেত পুজোর বাসন কোসন , পাওয়া যেত মোহরও । ওই মোহর বিক্রী করেই আসতো পুজোর খরচ । তবে কোনো একবার ওই বাসন কোসন রেখে দেওয়াতে ও বেশী মোহর তুলে নেওয়ায় পরের বছর থেকে আর গাছের তলায় মোহর পাওয়া যায়নি । তারপরই হয় দেশ ভাগ , পরিবারের এক অংশ এদেশে চলে আসে , তাদের সাথে সাথে পুজোও চলে আসে এদেশে । তারপর থেকে পঞ্চমীর দিন মনসা মায়ের আগে ঘট বসে পুজোর বেদিতে , তারপরই বসে দুর্গার ঘট । পুজোর সব কিছু বানানো হয় পরিবারের হাতেই । সপ্তমীতে ১৩ শের , অষ্টমীতে ২১ শের , নবমীতে ৯ শের চাল দেওয়া হয় নৈবিদ্যে । মায়ের পুজো হয় বৈষনব মতে , তবে আগে মাকে তুলসী কাঠের মালা পড়ানো হতো । বৈষনবী মতে পুজো হওয়ায় অষ্টমীর ক্ষ্যানে কোনো রকম বলি হয়না । পুজোর এই চারটে দিন দারুন মজা হয় বসাক বাড়িতে ।' বসাক বাড়ির মেয়ে মন্দিরা গাঙ্গুলি বলেন , 'বাংলাদেশে খুব কম পুঁজিতেই শুরু হয়ে ছিলো এই দুর্গা পুজো । তারপর দেশ ভাগের পর এই পুজো চলে আসে এই দেশে । তারপর থেকেই চলছে বসাক বাড়িতে দুর্গা পুজো । পুজোর কটা দিন বাড়ির সকলে মিলে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি আমরা সবাই । বেশ আনন্দেই কাটে পুজোর চারটে দিন । '

মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজেপির কর্মসূচি স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ,মুর্শিদাবাদ ঃ নবান্ন অভিযানে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে থানায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার রাজ্য জুড়ে সব থানায় সেই বিক্ষোভ কর্মসূচির নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। আর সেই কর্মসূচি বাদ থাকল মুর্শিদাবাদের খাস জেলা সদর বহরমপুর থানাতেই। যা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপি সূত্রের খবর, মণ্ডদ্রত্র সভাপতিদের থানায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করতে বলা হয়েছিল। বহরমপুর থানা বিজেপির বহরমপুর শহর দক্ষিণ মণ্ডদ্রেত্রর মধ্যে পড়ে। বিজেপির এক নেতা জানান, বহরমপুর দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি অভিজিৎ রায় বহরমপুরের দদ্রত্রীয় বিধায়ক সুব্রত মৈত্রর অনুগামী। আর বিধায়কের সঙ্গে জেলা সভাপতি শাখার সরকারের 'মধুর সম্পর্কে' কথা সকদ্রেত্ররই জানা। তাঁর দাবি, নিজেদের মধ্যে সেই কোন্দদ্রেত্রর কারণে রাজ্য সভাপতির ঘোষিত কর্মসূচি পালিত হল না। জেলা বিজেপির সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, 'বহরমপুরে কেন কর্মসূচি হয়নি তা খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে জেলার বাকি থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দদ্রত্রীয় নেতা কর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন।যদিও বিজেপির বহরমপুর শহর দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি অভিজিৎ রায় গোষ্ঠী কোন্দলের কথা মানতে চাননি। তিনি বলেন, কোনও কোন্দল নেই। নবান্ন অভিযানের দিনে দু'জন কর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য বহরমপুরের বাইরে ছিলাম। তাই থানা ঘেরাও কর্মসূচি করা যায়নি।বিজেপির বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র বলেন, ''বহরমপুর থানা এলাকায় দলের চারটি মণ্ডল কমিটি পড়ে। তার মধ্যে নবান্ন অভিযানে বহরমপুর দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি অভিজিৎ রায় ছাড়া আরও কয়েকজন অসুস্থ। বাকি মণ্ডলের সভাপতিরা কী করছিলেন? বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল বরাবরই রয়েছে। তবে মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা করার পর থেকে কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। দল সূত্রেই খবর, জেদ্রত্রা সভাপতি শাখারভ সরকারের সঙ্গে বনিবনা নেই দলের দুই বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ও গৌরীশঙ্কর ঘোষের।

মেগা জিলাপির দেখা মেলে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া ঃ এ যেন একেবারে মেগা জিলাপি ! বৃহৎ আকারের জিলাপি তৈরির রীতি বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় ।বিশ্বকর্মা পূজা ভাদু পূজা উপলক্ষে শতাধী প্রাচীন এই রীতি চলে আসছে। এই সময় একেকটি জিলাপি তৈরি হয়, আকারে যার ব্যাস দুই ফুট থেকে আড়াই ফুট হয়।ওজনে দুই কেজি আড়াই তিন কেজি পর্যন্ত ।মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নিতাই দত্ত জানান, আমার দাদু ঠাকুর দাদার আমল থেকে এই ধরনের জিলাপি তৈরি হয়ে আসছে। এই জিলাপি আসলে ভাদু পূজা ও বিশ্বকর্মা পূজার প্রসাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর বৈচিত্র্য ও জৌলুসের কারণে চাহিদা বেড়েছে, আত্মীয়-স্বজনদেরকে এই সময় এই জিলাপি উপহার হিসেবে পাঠানো হয় । এই জিলাপি উপহার পাঠানোর রীতি জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে শুধু ভিন জেলায় নয়, ভিন রাজ্যেও যায় বলে দাবী নিতাই বাবুর। করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক বছর এই জিলাপির বাজারে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। তবে এবার করোনা পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক হওয়ায় আবার মানুষ শুধু ভীড় করেই নয়, লাইন দিয়ে জিলাপি কিনছে।

তৃণমূলের আমলেই তন্তজ লাভের মুখ দেখেছে দাবী ঋতব্রতর

শান্তনু সেন শর্মা, বর্ধমান ঃ বাম সরকারের আমলে লোকসানের মুখে চলেছে তন্তুজ- তন্তুশ্রীর মতো সংস্থাগুলি। কিন্তু তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর তন্তুজ লাভের মুখ দেখতে পেয়েছে। বাম আমলে ১৪৭ কোটি টাকা লোকসানে চলা তন্তুজকে ঘুরে দাঁড় করিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকারই। তাই এই প্রতিষ্ঠানে লাভ হয়েছে। আর এই ব্যবসা টার্নওভার ছিল ৫৫ কোটি টাকা। যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা বলে দাবি করলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত বলেন, এখন শুধু বাংলা নয় সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আশিটি শোরুমের মাধ্যমে কাপড়ের ব্যবসা করছে তন্তজ। সর্বত্রই উৎপাদন, বিপণন ও মার্কেটিং সমানভাবে চালাচ্ছে সরকার। এই কৃতিত্ব অবশ্যই বর্তমান রাজ্য সরকারের। এ বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নেওয়ায় সাফল্যের মুখ দেখতে পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে তৃণমূল তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম জেলা সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এই বার্তাই দেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, রাজ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক রয়েছেন প্রায় দু কোটি, এর মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই কাজ করা গেছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমাদের সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে চা শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যা মেটানো হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজও শুরু হয়েছে। আগামী নভেম্বর মাসে নদীয়ার শান্তিপুরে তাঁত শ্রমিকদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে গোটা রাজ্য থেকে কয়েক হাজার তাঁত শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে এই তাঁত শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। তিনি জানান, এর পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্মাণ কর্মী ও মৎস্যজীবীদের নিয়েও সংগঠন তৈরি করা হবে ও তাদের আর্থিক উন্নতিতে কাজ করবে সংগঠন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,য বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি সৈয়দ মহঃ সেলিম সহ একাধিক তৃণমূলের জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব। সভা থেকে জানানো হয় তাঁত শ্রমিকদের পাশে থেকে তৃণমূল সরকার আজ যেমন কাজ করছে, আগামী দিনেও করে যাবে। তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই হল রাজ্য সরকারের লক্ষ্য।

পুলিশ হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যু থানায় বিক্ষোভ পরিবারের সদস্যদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গঙ্গাজলঘাটি ঃ শুক্রবার বিকেলে পুলিশি হেফাজতে থাকা এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার সামনে। শনিবার সকাদ্রেত্র মৃতের পরিবারের দ্রেত্রাকজনেরা গঙ্গাজলঘাটি থানার সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন । পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম অমৃত বাউরি (৪৫) । বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানারই গোবিন্দধাম গ্রামে। জানা গেছে অমৃত বাউরি, পেশায় একজন দিনমজুর।গত বৃহস্পতিবার দিন রাত নটা নাগাদ তাকে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে,কী কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার এই বিষয়টি স্পষ্ট না হদ্রেত্রও তাকে থানাতেই আটক করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার ভোরে ওই অমৃত বাউরির স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজনদের থানায় তলব করে পুলিশ। থানাতে তার স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজনদের তলব করে কিছু নথিতে টিপসই দেওয়া করেই বলে তার পরিবারের অভিযোগ। তারপর হঠাৎই থানার তরফ থেকে জানানো হয় অমৃত বাবু মৃত,সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তার পরিবারের লোক এটিকে আত্মহত্যা মানতে নারাজ, কেন পুলিশি ঘেরাটোপে থেকেও এভাবে মৃত্যু ঘটলো এটা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন? মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পুরো গোবিন্দধাম এলাকায় তীব্র চাঞ্চদ্রত্র্য সৃষ্টি হয়।

গ্রামবাসীরা এর উপযুক্ত তদন্তের দাবিতে একজোট হয়ে গঙ্গাজলঘাটি থানাতে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এর উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে পরিবার এবং গ্রামের লোকেরা গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও করে। এ বিষয়ে বাঁকুড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিবেক কুমার বর্মা জানান যে ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলোছায়া

মিঠু মুখার্জি

আমি যেদিকেই কান পাতি
শুনি চিৎকার, বিক্ষোভ, অসহিষ্ণুতা, হাহাকার
রাজ পথে বিস্ফোরন, শতশত মানুষের মিছিল
অফিস আদালত, হাসপাতাল ,কারখানা , মন্দির,
মসজিদ সর্বত্র একি চিত্র ...
রাত্রির নীরবতা থেকেও চুঁইয়ে পড়ে সেই নির্যাস
যেমন উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়ে রক্ত
ফোঁটা ফোঁটা ...
ওদিকে তোমার কাঠামোয় খড় বাঁধা হয়
রঙের আয়োজন,
বেদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আলোছায়া তুমি!
এমন সময় কে যেন চিৎকার করে বলে
এবার বোধন হবে ...!

প্রতিবছর মৃত্যু আসে

মৌসুমী চক্রবর্তী

জন্মদিনটা প্রতিবছর সাজতে আসে নতুন করে।
নতুন জমায়, নতুন জুতোয়, ঝিলিমিলি ফ্যান্টাসি রাত
কেক-মিষ্টি, পায়েস-মিঠাই, উপহারও সারি সারি,
ককটেল আর মকটেলেতে চাপা পড়ে মায়ের ডাকও
আজ নাহলে কাল যাবো নয়, কি আর এমন ক্ষতি তাতে?
ভুলেই গেছি জন্মেছিলাম অনেক কষ্টে মায়ের কোলে।

ওদিকটাতে নিঃশব্দে প্রতিটা বছর নিয়ম করে,
পেরিয়ে যায় স্ব মহিমায় হাসি কান্নার হিসেব কোষে।
জানা থাকলে বেশ টি করে পালন হতো মৃতু দিন।
দিনটা এলেই সব প্রিয়জন চোখের কোনে জল চিকচিক।
কারোর ঠোঁটের ডগায় ফোটে প্রশংসার ই পঞ্চমুখ।
মিথ্যে প্রেমের অভিনয়ে মিথ্যে যত মাল্যদান,
মিথ্যে শোকে চশমা তলায় রুমালের খুঁট নিপাত যাক।।

দামি

কুহেলী ব্রহ্ম

এক আকাশ মুগ্ধতা রেখে গেলাম
যত্নে রেখো।
যখন কোথাও থাকবো না আমি
তখন জানি খুঁজবে আমায়।
অথচ যখন ছিলাম কাছে
তখন দেখেও দেখনি।
অবহেলা করেছ।
অথচ এখন দেখো তোমাকে
ঘিরে কতো আপনজন
তবুও তুমি একা।
আর আমি এখন কতো খুশি।
দায় নেই, নেই দায়িত্বের বোঝা...
শুধু মুক্তির আনন্দ ঘিরেছে আমায়।
কত মুহূর্তের কত কষ্ট যন্ত্রণার হিসেব
জমে আছে তা তোমার অজানা।
শুধু নিজের চাওয়া টুকু তুমি বড়ো
করে দেখেছো।
নিজের আপনজনদের ভালথাকা টুকু
তোমার কাছে ছিলো দামি,
আর আমার ভালোথাকাটুকু ছিলো
আমার কাছে দামি।।

স্বাধীনতার দায়

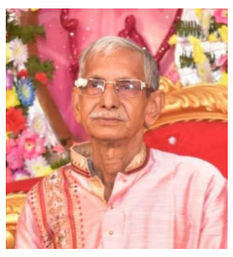

কৃষ্ণ প্রসাদ ব্রহ্ম

জাত ভেদাভেদ ঘৃন্যপ্রথা
সৃষ্টি যে মানুষের
যুগ যুগান্ত কেটে গেল তবু
যাইনি যে তার জের।
দিন দরিদ্র দুবেলা দুমুঠো
খেতে তারা নাহি পায়
শিক্ষার আলো পাইনি যে তাই
খেটে খেটে শুধু যায়।
খেলাধুলা করে কত মেয়েরা
দেশের গৌরব আনে
কি করে তাদের সংসার চলে
কজন সে কথা জানে?
সরকার যদি এদের দিকে
সাহায্যের হাত বাড়ায়
কত প্রতিভা প্রকাশিত হয়ে
সামনে এগিয়ে যায়।
ভুল না কভু সমাজের প্রতি
আমাদের ও দায় আছে
নিঃস্ব যারা সম্বলহীন
দাঁড়াবো তাদের পাশে।
স্বাধীনতা মানে যা কিছু করার
নেই কোন অধিকার
ভালোবাসা দিয়ে মনটাকে আজ
জয় কর সবাকার।।

সামলে রাখো জোছনাকে

প্রশান্ত কুমার সাহু

ও চাঁদ, কেনো এতো অবুঝ তুমি এখনো,
তুমি কি জানোনা তোমার কন্যা জোছনা-
সদ্যস্নাত চপল হরিনী মোহময়ী যুবতী।
সামলে রাখো, সামলে রাখো জোছনাকে।
কারো নজরে পড়তে তো পারে !
যৌবনে টগবগ যেন ফুটন্ত অগ্নি,
বিচ্ছুরিত আলোকপ্রভায়-প্রেমগাহনে মত্তপ্রেমিক,
লালসার নেশায় ডুবেও ভালোবাসতে পারে !
কারন যৌবনে কাকও যে সুন্দরী হয় ।।

সামলে রাখো, নইলে কুনজরে বন্দী হতে,
লাগবে না এক মূহুর্ত কাল।
এক লহমায় সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার ন্যায় -
থাবা বসাতে পারে হিংস্র নর পিশাচের দল,
কলঙ্কে ভরে যাবে তোমার জোছনার আত্মগরিমা।
সর্ব অঙ্গে ছিটিয়ে দেবে রক্তিম কাজল ।
লুটে পুটে খেয়ে ছুঁড়ে দেবে শহরের নর্দমার পাঁকে ।
তাই এতো সৌন্দর্য রুপে বানালে কেনো ?
সামলে রাখো-এ সমাজে এতো রুপ যে ভালো নয় ।।

রুপের সৌন্দর্য ত্যাগী হোক না সে কালো মেয়ে,
গড়ে তোলো অনাহারে অনাদরে আস্তাকুঁড়ের কালীতে।
তখন পড়বে না নজর-মুখ ফেরাবে না কেউ,
নিরাপদে নিভৃতে ঘুরে বেড়াবে পঙ্কিল অলিতে গলিতে।
হিংস্র রক্তচোষক হায়নার দল আসবে ভক্ত রুপে,
একে একে ভীড় জমাবে জোছনার পদতলে ।
আজ সে উর্বশী মনমোহিনী জোছনা নয়,
পরিনত সমাজের ভয়ঙ্কর রুদ্র কালিমায় কালীতে।
লুটিয়ে পড়বে নতমস্তকে-কালী কিঙ্করী হয়ে রয় ।।

বিজ্ঞাপন

রাজীব ঘাঁটী

আজও দিনটা বৃষ্টিতে মাটি হয়ে গেল ।দুদিন এই চলছে।পুজোর বাজার আজকাল খুব ব্যাস্ততা রামদিনের।পেশায় সে একজন জুতো সারাইকারি, মানে মুচি ।আগে রবিদাস ছিল এখন শুধু দাস।
মানুষ হিসাবে খুব সৎ । স্বামী -স্ত্রীর সুখের সংসার। এক মেয়ে বছর দশেক হোল বিয়ে হয়েছে। জামাই বেসরকারি চাকুরে তবে স্বচ্ছল ।একটি আট বছরের নাতি ও আছে ।জামাই অনেক বারণ করে তবু রামদিন পুরানো পেশা ছাড়েনি।
রামদিন বলেছে জামাইকে , আজকালকার ছেলেরা এ পেশায় আসতে চাইবেনা । আমি ছেড়ে দিলে হবে। এত জান পেহচান। আসলে রামদিন অবাঙালি, কিন্তু দীর্ঘদিন এই বাংলায় থেকে বাঙালি হয়ে গেছে।
চামেলি,রামদিনের বৌ কয়েকদিন থেকেই বলছে ,একটা সোনার কিছু কিনে দিতে , রামদিন ভাবছিল যেভাবে কাজ চলছে হবে হয়তো ।দুদিনের বৃষ্টি যেন অনেকটা নিরাশ করেছে ।
বৃষ্টির মধ্যেই রামদিন বেরিয়েছে চিনি আনতে ,হঠাৎ দেখে জুয়েলার্স এর বিজ্ঞাপন সাঁটা গাড়ি , মাইকিং করছে ।স্কিম চাইলেই সোনার গয়না আপনার স্কিম।
ছাতা মাথায় রামদিন গাড়িতে বসে থাকা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে ।আমি সোনা কিনবো ।একটা হার কত পড়বে ?
ছেলেটি আপাদমস্তক দেখল রামদিন কে ,জিজ্ঞাসা করলো ,কি করেন?
রামদিন বললো জুতা সারাই করি ।
ছেলেটি বললো তোমার জন্য সোনা নয় কাকা ।
তোমার জন্য বিজ্ঞাপন ই যথেষ্ট।

উত্তমকুমার

সুব্রত চক্রবর্ত্তী

জন্মে নিয়েছিলে এ বঙ্গে
পরিচয় দিতে সূর্যের অপর নামে
ছিলো সাথি অভাব ও কষ্ট
তথাপি,জয় করেছিলে সকলের হৃদয়।

সাতকড়ি ও চপলাদেবী ছিলেন
তোমার পিতা ও মাতা
তোমার পরিশ্রম ও প্রতিভায়
হলে সর্বকালের সেরা।

ফ্লপ মাস্টার জেনারেল থেকে
উঠলে নায়ক হয়ে
সাড়ে চুয়াত্তর,অগ্নিপরীক্ষা,শাপমোচন
নায়ক হয়ে চিনিয়েছিলে তোমার জাত।

বাংলার ঘরে ঘরে ঢুকলে অক্লেশে
সবার চাহিদা এমনটা চাই
স্বপ্নের ঘোরে তুমি রেখেছিলে,বঙ্গবাসীকে
সেপ্টেম্বর তিন যেন,কোনো পূজার দিন।

ভুবন ভোলানো তোমার হাসিতে
বুঝতে দাওনি তুমি,তোমার কষ্টকে
তোমার জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই
নায়ক থেকে মহানায়ক তুমি,সবার উত্তমকুমার ।

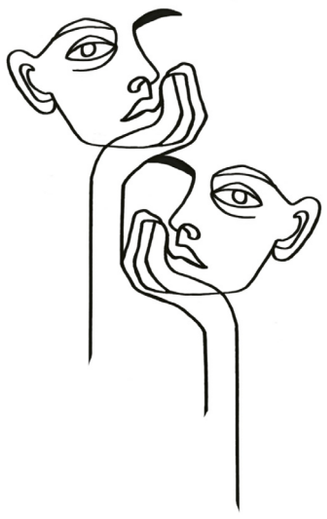

অলৌকিক ভ্রমণ

বাণী চক্রবর্তী

বিবর্ণ ক্যানভাসে একসাথে ঢালি সব রঙ
যে যার মতো গতিপথে যায়..
কিছু মাখামাখি হয় রাগে অনুরাগে
অজন্তা-ইলোরায় জমা থাকে ছবি
অযথা ই খুঁজে ফেরা বিরহের নদী!

ইতিহাস হেঁটে চলে কালের প্রবাহে
অঙ্গার দহন করে কিছু...অবশিষ্ট শুয়ে
কবরের গাঢ় আলিঙ্গনে!
বাসি কাপড়ের বোঝা নামিয়ে রাখি
অলৌকিক ভ্রমণের সানাই বাজাই!

‘আনন্দ বাংলা’-র শারদীয়া ২০২২

সংখ্যার জন্য সকল গুনীজনদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের লেখা আগামী ১৫ই আগষ্ট ২০২২ এর মধ্যে ৯৪৭৫০৬১৯৭৫ নম্বরে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বি.দ্র ঃপাঠানো লেখার মধ্যে সেরা লেখাগুলি সম্পাদকমন্ডলীর দ্বারা নির্ধারিত করে নেওয়া হবে। বইটির অগ্রিম বুকিং-এর জন্য হোয়াটস্অ্যাপ করুন।

লেখার বিষয়
বড়গল্প
অনুগল্প
কবিতা
ভ্রমণ
হেঁশেল

দুর্গাপুরে ‘ সুর ও সপ্তক ’ আয়োজিত শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎসব

অন্তরা সিংহরায় ঃ দুর্গাপুরের সিটিসেন্টারের সৃজনী হলে ‘সুর ও সপ্তক’ সংস্থা আয়োজন করলো শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎসব ।মঞ্চ থেকে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন দিল্লী থেকে আগত আন্তর্জাতিক তবলা বাদক পারভেজ হোসেন , গজল শিল্পী পুনম চৌহান, অমিতেষ বিশ্বাস , ভাস্কর মুখার্জ্জী , সৌমিত্রজিৎ চ্যাটার্জ্জী , সৌগত দাস , সুব্রত ভট্টাচার্য , বিশায়ণ রায় , জয়াব্রতী রায় , জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ আন্তর্জাতিক স্তরের শিল্পীরা । প্রায় পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠানে জমজমাট ছিল সভাগৃহ। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দুর্গাপুরের মহানাগরিক অনিন্দিতা মুখার্জ্জী দুর্গাপুরের মাটিতে শিল্পীদের স্বাগত জানান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। দুর্গাপুরের মানুষের শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি প্রবল উৎসাহ দেখা গেলো ঐ দিন । সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী অন্তরা সিংহরায় ও রঞ্জিত কুমার ।সুর ও সপ্তকের কর্ণধার জয়ন্ত চৌধুরী এবং কমিটির সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই উৎসব আবারও মানুষের মনে ভারতের ঐতিহ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে তা মনে করছেন বিশিষ্ট মহল ।

ডিজিটাল মাধ্যমে সঞ্চালনা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্বপ্নের বাড়ি। আর সেটা সাজানোর পরামর্শ দেবেন গৌরী খান। শো-এর নাম এমনই 'ড্রিম হোমস'। এই শো দিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে অভিষেক হচ্ছে তাঁর। একটি রেডিওর ইউটিউব চ্যানেলের ৬ পর্বের অনুষ্ঠানে গৌরী বলিউডের কিছু বিখ্যাত তারকার বাড়ি সাজাবেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ, জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজ, মালাইকা আরোরা, পরিচালক কবীর খান ও ফারহা খান এবং ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহাত্রা। এই তারকাদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতার মাঝেই তাঁদের ঘর একটু খানি বদল করে সাজানো যায় কিনা সেই পরামর্শও দেবেন পেশায় ইন্টিরিয়র ডিজাইনার গৌরী। দর্শক তাঁদের প্রিয় তারকার পছন্দ অপছন্দের স্বাদ পাবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই শো-এর ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে গৌরীর স্বামী শাহরুখ খান লিখেছেন, 'সঞ্চালক হিসেবে তোমাকে দেখার অপেক্ষায়।' আর গৌরী বলছেন, ' স্পেস মেকওভার আর ডিজাইনের এই কনসেপ্ট আমাকে টেনেছে। এটা আমার প্যাশন। ইন্টিরিয়র ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে ভালোবাসি। তাই প্রস্তাব পেতেই রাজি হয়ে যাই। এই প্রথম সঞ্চালনা করছি। জিনিসটা আমার জন্য নতুন। দেখা যাক কী হয়।' শুরু হচ্ছে 'ড্রিম হোমস' ,এর প্রথম পর্ব।

মাধুরীর ছবি ওটিটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ করোনা পরবর্তী সময়ে ওটিটি যে জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে তা বোধহয় আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একের পর এক বলিউড স্টারদের ছবি ওটিটিতে মুক্তি পাওয়াই তার প্রমাণ। এবার মাধুরী দীক্ষিতের পালা। একটি প্রথম সারির ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তাঁর নতুন ছবি 'মজা মা' মুক্তি পাচ্ছে আগামী মাসে। 'বন্দিশ ব্যান্ডিটস' খ্যাত পরিচালক আনন্দ তিওয়ারি এই ছবির পরিচালক। একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও বিয়ে উদযাপনের জাঁকজমকের প্রেক্ষাপটে এই গল্পটি লিখেছেন সুমিত বাথেজা। এমনই একটি চরিত্রে মাধুরী অভিনয় করছেন যা তিনি নাকি আগে করেননি। পরিচালকের কথায়, 'আমার বিশ্বাস দর্শকরা এখন এমন বিষয়বস্তু খুঁজছেন যা একদম নতুন, বৈচিত্র্যময় ও আধুনিক। সঙ্গে গল্প বলার ধরনটাও ভালো হওয়া দরকার। মজা মা আশা করি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে।'

এই ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন গজরাজ রাও, ঋত্বিক ভৌমিক, বরখা সিং, সৃষ্টি শ্রীবাস্তব, রজিত কাপুর, শিবা চাড্ডা, সিমোন সিং, মলহার ঠাকুর, নিনাদ কামাত প্রমুখ।

ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান-শিবা

ভিএফএক্সে ভর করে দক্ষিণী ছবিকে চ্যালেঞ্জ বলিউডের

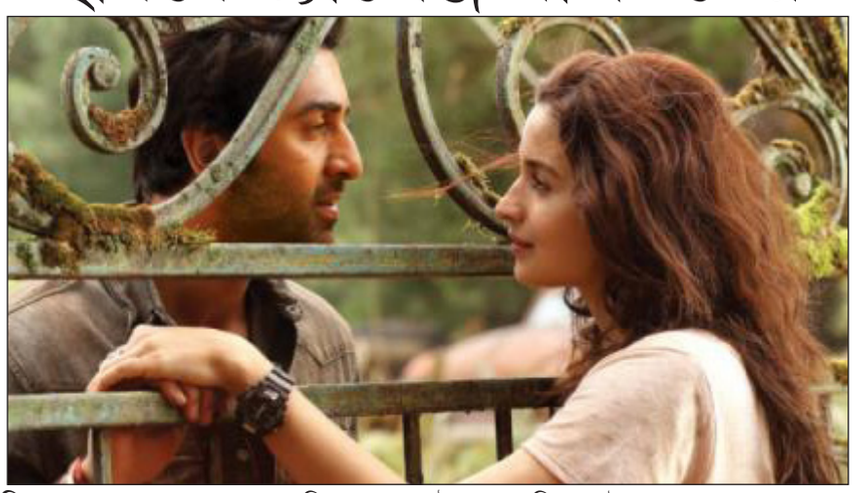

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এক সময় ফরাসি ওপেনের অনভ্যস্ত ক্লে-কোর্টে 'শিল্পী' রজার ফেডেরার গতিদানব রাফায়েল নাদাল হতে চেয়েছিলেন। সময়ের দাবি এভাবেই শিল্পের চরিত্র ও যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এস এস রাজামৌলি নামক এক দক্ষিণী টর্নেডোর একের পর এক ঝাপটায় বলিউডের এতদিনের সাজানো বাগান প্রায় তছনছ হতে বসেছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই দক্ষিণী পরিচালকের র‍্যাপিড ফায়ারের উত্তর খুঁজতে বসে গিয়েছেন করণ জোহর। চোখ ধাঁধানো ভিএফএক্সের পসরা সাজিয়ে লেখক-পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় বলিউডে প্রস্তাবিত প্রথম ট্রিলজির প্রথম ভাগ নিয়ে হাজির। যা খাদের কিনারায় এসে দাঁড়ানো বলিউড ঘরানাকে আচমকা ইউ-টার্ন করিয়ে সম্পূর্ণ নতুন রুটম্যাপ ধরিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণের অস্ত্রে দক্ষিণকে মাত দেওয়ার এই অভিনব বলিউড ফর্মুলা শুধু ছবির নির্মাণশৈলীতে নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনেও প্রয়োগ করা হয়েছে। দর্শকের মনে সুপ্ত জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় অস্মিতাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য প্রাচীন হিন্দু পুরাণের পাতা খোলা হয়েছে কৌশল করেই।

আলো ও অন্ধকারের চিরকালীন দ্বৈরথের গল্প। ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্রের তিনটি টুকরো রয়েছে বিজ্ঞানী মোহন ভার্গব (শাহরুখ খান), স্থাপত্যশিল্পী আনিস শেট্টি (নাগার্জুন) ও রহস্যময় ডিজে শিবার (রণবীর কাপুর) কাছে। অশুভ শক্তির রানি জুনুন (মৌনী রায়) তা ছিনিয়ে নিতে চায়। মোহন ও আনিসের হত্যাকাণ্ডের পর শিবা ও তার প্রেমিকা ইশার (আলিয়া ভাট) সঙ্গে শেষমেশ ব্রহ্মাংশ নামক আশ্রমের নেতা গুরুর (অমিতাভ বচ্চন) মোলাকাত হয়। শিবার সমস্ত সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাকে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে গুরু। ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আত্মত্যাগ ও সততার যুদ্ধ শুরু হয়।

শাহরুখ খান এখনও হেরে গিয়ে জিতে যাওয়া বাজিগর। নিজের অতিমানবিক মৃত্যু দিয়ে কর্তব্য পালন করে শুরুতেই ছবিটিকে উঁচু সুরে বেঁধে ফেলে তাঁর ক্যামিও চরিত্র। রণবীর কাপুর তাঁর শরীরী ক্ষিপ্রতা, অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য ও ভুবনজয়ী রোমান্টিক আবেদনে আগাগোড়া প্রো-অ্যাক্টিভ। 'আরআরআর' ছবিতে পর্যাপ্ত পরিসর না পাওয়ার ক্ষোভ এই ছবিতে সুদে-আসলে মিটিয়ে নিয়েছেন আলিয়া ভাট। রাজামৌলির ছবিতে নিছক শোভাবর্ধক শো-পিস আলিয়া এই ছবিতে ঘটনা-প্রবাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর কণ্ঠে কয়েকটি প্রায় নিখুঁত বাংলা সংলাপ শুনতে বেশ লাগল। দক্ষিণের ঘরানাকে আঁকড়ে ধরা ছবিতে দক্ষিণের কোনও ভূমিপুত্র থাকবেন না, তাও কি হয়? সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে নিজের জাত চিনিয়েছেন নাগার্জুন। বয়স্ক গুরুর ব্যারিটোন ভয়েস ও অভিজাত চালচলনে ঝলমলে অমিতাভ বচ্চন। হাই-ভোল্টেজ নেগেটিভ চরিত্রে কামাল করেছেন ছোটপর্দার নাগিন মৌনী রায়।

সাইমন ফ্র্যাঙ্গলেনের নেপথ্য সঙ্গীত মানানসই হলেও প্রীতমের সুর খুব একটা জমেনি। শিবা-ইশার প্রেমপর্ব এবং অতিরিক্ত তত্ত্বের গোলকধাঁধায় গল্পের সাবলীল গতি মাঝেমধ্যে অবরোধের সামনে পড়েছে।

জগদ্ধাত্রীর জবাব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ট্রোলের জবাব দিলেন জগদ্ধাত্রী অঙ্কিত মল্লিক। নেটিজেনদের অভিযোগ জি বাংলায় সম্প্রচারিত ধারাবাহিকে যে মেয়ে একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারের ভূমিকায় দুর্দান্ত দাপটে দুষ্টের দমন করছে, সেই মেয়ে নিজের বাড়িতে, পরিবারের অন্যায় মেনে নিচ্ছে কেন? এমনকী গার্হস্থ্য হিংসারও শিকার হচ্ছে সে? শুটিংয়ের ফাঁকে অঙ্কিতা বললেন, 'বাইরে আমরা যতই প্রতিবাদী হই না কেন, বাড়ির ব্যাপারটা একদম আলাদা। সেখানে সবকিছুতে সব সময় রুখে দাঁড়ানো যায় না। জন্ম থেকে আমরা মানুষগুলোর সান্নিধ্যে বড় হয়েছি। ওঁদের ভালোবাসি। তাই সব সময় তাঁদের কথার, আচরণের, অন্যায়- অত্যাচারের প্রতিবাদ করা যায় না ওইভাবে। শেষপর্যন্ত তো তাঁরা আমাদের পরিজন। ওঁদের প্রতি এস বি অফিসারের মতো আচরণ করা যায় না। তাই আমাকে মেনে নিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। জগদ্ধাত্রী বিশ্বাস করে ভালোবাসার প্রতিদান একদিন সে পাবে। বাবা, মা, বোনেদের কাছ থেকেঠিক একদিন ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে।' আশুতোষ কলেজে সাইকোলজি অনার্সের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী অঙ্কিতাকে বাড়িতে কম্প্রোমাইজ করতে হয়? 'একদমই না। আত্মীয় স্বজনদের কথায় মা একটু ভয় পান বটে, তবে বাবা আমার পক্ষে। আজ পর্যন্ত উনি আমার সিদ্ধান্তকে বাধা দেননি', জবাব যৌথ পরিবারে বড় হওয়া মেয়ের। জগদ্ধাত্রী কতটা জীবন বদলে দিল? প্রশ্ন শুনে হাসেন অভিনেত্রী। বলেন, 'পাড়ায়, রাস্তায় লোকে এখন আমাকে দেখলে বলে ওই যে জগদ্ধাত্রী যাচ্ছে। মডেলিং করেছি। আমার ছবি দিয়ে বড় হোর্ডিং হয়েছে। কিন্তু টিভিতে অভিনয় আলাদা জিনিস।' কিন্তু আপনার অভিনয় নিয়েও তো সোশ্যাল মিডিয়ায় সামান্য হলেও সমালোচনা হচ্ছে। অঙ্কিতার উত্তর, 'এটা আমার প্রথম সিরিয়াল। পরিচালক প্রযোজক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কাছে শিখছি সবটাই। ওঁর মতো গুরু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

তিনি বাস্তবে নাকি কোনওদিন ঝগড়ুটে ছিলেন না, মারকুটে তো নয়ই। তাহলে জগদ্ধাত্রী এত মারপিট কোথায় শিখল? 'সিরিয়াল করতে এসে', হাসতে হাসতে অভিনেত্রীর সংযোজন, 'আমি কিন্তু বডি ডবল নিই না। একটু একটু ভয় অবশ্য করে।' একটি সাধারণ মেয়ের দ্বৈত স্বত্ত্বার লড়াই নিয়ে ব্লুজ প্রযোজিত ধারাবাহিকটির অন্যান্য চরিত্রে আছেন সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

জাদেজার না থাকা বড় ক্ষতি ঃ মাহেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চোটের জন্য আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। টিম ইন্ডিয়ার কাছে এটা বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক মাহেলা জয়বর্ধনে। তিনি বলেছেন, 'জাদেজার অভাব ঢাকা ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যাটিং অর্ডারে পাঁচ নম্বরেও ওকে নামানো যেত। সম্প্রতি খুব ভালো পারফর্ম করছিল ও। আর স্পিনার হিসেবেও সবসময় ভরসা দিয়েছে দলকে। প্রথম একাদশে হার্দিক পান্ডিয়া ও জাদেজা থাকা মানে দুই অলরাউন্ডারের সুবিধা প্রাপ্তি। এতে ব্যাটিং অর্ডারে অনেক বেশি নমনীয়তা থাকে। তাই জাড্ডু না থাকায় ভারতীয় দলের ভারসাম্য বিঘ্ন হবে।'

এশিয়া কাপে ফর্মে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন পেসার যশপ্রীত বুমরাহও। জয়বর্ধনের কথায়, 'আগের মতো কোহলিকে ব্যাটিং করতে দেখে ভালো লেগেছে। বিশ্বকাপে ওর মতো ক্রিকেটারের সেরা ফর্মে থাকা প্রয়োজন।'

ডেভিস কাপে ৩-০ হার ভারতের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ান টাইয়ে নরওয়ের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হারল ভারত। প্রথম দু'টি সিঙ্গলস ছাড়াও একমাত্র ডাবলসে পরাজিত হয়েছেন রামকুমার-সাকেথরা। প্রথম সিঙ্গলসে প্রাজনেশ গুণেশ্বরন ১-৬, ৪-৬ সেটে হারেন বিশ্বের দু'নম্বর তথা ইউএস ওপেন রানার্স কাসপার রুডের কাছে। একই ফলে দ্বিতীয় সিঙ্গলসে পরাজিত হন ভারতের একনম্বর প্লেয়ার রামকুমার রমানাথন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ভিক্টর ডুরাসোভিচ। ডাবলসে সাকেথ মিনেনি ও যুকি ভামব্রি ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬ সেটে পরাজিত হন রুড ও ডুরাসোভিচ জুটির কাছে। এদিকে, ডেভিসে প্রথম ম্যাচেই হারের স্বাদ পেলেন সদ্য ইউএস ওপেন জয়ী কার্লোস আলকারাজ। তাঁকে ৬-৭ (৩), ৬-৪, ৬-২ সেটে হারান কানাডার আলিয়াসাইম। টাইয়ে স্পেন পিছিয়ে ১-২ ব্যবধানে।

আজ ডুরান্ড কাপ ফাইনালে মুখোমুখি বেঙ্গালুরু ও মুম্বই

অধরা ট্রফি জিততে মরিয়া সুনীল ছেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্যাবিনেটে ঝলমল করছে ক্লাব ও দেশীয় ফুটবলের একাধিক ট্রফি ও পদক। সেখানে নেই ডুরান্ড কাপ! অধরা সেই ট্রফির স্বাদ পাওয়ার জন্য রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নামছেন বেঙ্গালুরু এফসি অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। ডুরান্ড ফাইনাল তাঁদের প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি। অর্থাৎ, এবার নতুন চ্যাম্পিয়ন পাবে ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতাটি।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিএফসি অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেন, 'কাপ জিততে আমরা মরিয়া। চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া কিছুই ভাবছি না। জীবনে অনেক স্মরণীয় ফাইনাল খেলেছি। রবিবারের খেতাবি লড়াইকেও মধুর করে তুলতে চাই। এই ম্যাচ আমার কাছে স্পেশাল।'

বেঙ্গালুরু এফসি'র কোচ সাইমন গ্রেসন বলছেন, 'মুম্বই সিটি খুবই শক্তিশালী টিম। ওরা অনেক পাস খেলে। সেটা থামাতে হবে। আমরা যে কোনও মূল্যে জিততে চাই। তবে চোট-আঘাতের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।'

ডুরান্ড ফাইনালের দু'টি দলই অতীতে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বাইরে সর্বভারতীয় কোনও টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে মরিয়া বেঙ্গালুরু ও মুম্বই। মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে আসা মুম্বই কোচ ডেস বাকিংহাম বলছেন, 'ওদের আক্রমণভাগে সুনীল, রয় কৃষ্ণা ও শিবা শক্তি ভালো ফর্মে রয়েছে। তবে আমরা আক্রমণাত্মক খেলেই জিততে চাই।' ফাইনালের পর ফুটবলারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাজ্যের অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশন। উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বিদায়ী সিরিজে নামছেন ঝুলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মিতালি রাজের পর ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন ঝুলন গোস্বামীও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের পর ব্যাট-বল তুলে রাখবেন তারকা ক্রিকেটার। এই সিরিজ জিতে সতীর্থের বিদায়ী মুহূর্ত স্মরণীয় করতে বদ্ধপরিকর ভারতের মহিলা দল। রবিবার ক্যান্টারবারিতে ইংলিশ-ব্রিগেডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামছেন হরমনপ্রীত কাউররা।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স মেলে ধরতে পারেনি ভারতের প্রমীলা বাহিনী। ১-২ ব্যবধানে হেরেছে তারা। মূলত ব্যাটিং বিভাগের ব্যর্থতাই ডুবিয়েছে দলকে। স্মৃতি মান্ধানা ও হরমনপ্রীত কাউরের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট। ছন্দে নেই শেফালি ভার্মা, মেঘনারাও। এরই মধ্যে চোট সারিয়ে ওডিআইতে ফিরছেন জেমাইমা রডরিগেজ। আর অভিজ্ঞ ঝুলনের উপস্থিতি ওডিআই সিরিজে ভারতের বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করবে। উল্লেখ্য, লর্ডসে তৃতীয় ওয়ান ডে হতে চলেছে ঝুলনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। কেরিয়ারের শেষ সিরিজে সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত চাকদা এক্সপ্রেস।

সচিব পদে সাজির নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বাইচুংয়ের পত্রাঘাত

নিজস্বপ্রতিনিধিঃ এআইএফএফ সচিব পদে সাজি প্রভাকরণের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাইচুং ভুটিয়া। ফেডারেশনের কর্মসমিতির আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে তিনি সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে এক চিঠিতে লিখেছেন,'এআইএফএফ সচিব বেতনভুক। সংস্থার নিয়ম অনুসারে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই পদে কোনও ব্যক্তিকে বহাল করা হয়। কিন্তু সাজির বেলায় তা আদৌ করা হয়নি। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে ২ সেপ্টেম্বর। আর পরের দিনই কর্মসমিতির সভায় সচিব নিয়োগ হয়েছিল! আর সাজিকে সচিব করায় উঠছে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন। কারণ, চূড়ান্ত নির্বাচনে সাজি ছিলেন অন্যতম ভোটার। ২৮ আগস্টের ভেস্তে যাওয়া নির্বাচনে তিনি সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন। স্ক্রুটিনির পর তাঁর মনোনয়ন ছিল বৈধ। ব্যক্তিগত কারণে ৩ সেপ্টেম্বরের সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। তবে সোমবার কর্মসমিতির সভায় উপস্থিত থাকব। আশা করি, সব প্রশ্নের উত্তর পাব। সচিব চয়নে নতুন কমিটির কাজকর্ম স্বচ্ছ নয়। সাজি প্রভাকরণ সেদিন কর্মসমিতির সভায় প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিলেন। সচিব মনোনীত হওয়ার আগেই তিনি সভায় প্রবেশের কীভাবে অধিকার পান?' পাহাড়ি বিছের এই চিঠির পর আলোড়ন উঠেছে ফুটবল হাউসে। সাজি প্রভাকরণ জানিয়েছেন, 'ভারতীয় ফুটবলের সেবা করতেই দায়িত্ব নিয়েছি।'

এদিকে, রবিবার দিল্লিতে টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠক। ইগর স্টিমাচের সঙ্গে চুক্তি কতদিন বাড়ানো হবে তা নিয়ে হবে সিদ্ধান্ত।

টি-২০ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু অস্ট্রেলিয়ার কোভিড, ছিটকে গেলেন মহম্মদ সামি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার শুরু তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। তার আগেই ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। কোভিড পজিটিভ হওয়ায় সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন মহম্মদ সামি। বদলে ডাক পেলেন উমেশ যাদব। কোয়াড্রিসেপ পেশির চোট সারিয়ে তিনি সুস্থ। কাউন্টিতে ভালো ফর্মে ছিলেন। বোর্ড কর্তাদের আশা, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দলে ফিরতে পারেন সামি। এদিকে, শনিবার মোহালি পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। প্রথমে আসেন হার্শল প্যাটেল। চোট সারিয়ে ফিরছেন তিনি। দীনেশ কার্তিক, অশ্বিনদের জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষায় ছিল উষ্ণ অভ্যর্থনা। যদিও বাইশ গজে রোহিত শর্মার দলের জন্য কঠিন প্রশ্নপত্রই তৈরি রাখছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের আগে অনুশীলন শুরু করেও দিয়েছে তারা।

এই সিরিজেই রিহ্যাবের পর ফিরছেন যশপ্রীত বুমরাহ। বিশ্বকাপের আগে ছন্দে ফেরার জন্য ছয় টি-২০ ও দুটো গা-ঘামানো ম্যাচ পাবেন তিনি। কাপ যুদ্ধে সাফল্যের জন্য ফর্মে থাকা বুমরাহকে দরকার ভারতের। অজিদের বিরুদ্ধে এই সিরিজেই বিশ্বকাপের সম্ভাব্য সেরা একাদশ ঠিক করে ফেলতে চাইবেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। দুই কিপারের মধ্যে দীনেশ কার্তিক নাকি ঋষভ পন্থ, কার উপর আস্থা রাখা হবে, সেদিকে নজর রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচ নিয়ে মোহালিতে এমনিতেই দারুণ উৎসাহ রয়েছে। টিকিটের জন্য স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা লাইন নজরে পড়েছে। তার উপর অস্ট্রেলিয়া অনুশীলনে নেমে পড়ায় উৎসাহের পারদ চড়েছে।

টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর একমাসও বাকি নেই। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যা শুরু হচ্ছে ১৬ অক্টোবর। তার আগে দেশের মাঠে এই সিরিজকে গুরুত্ব দিচ্ছে উভয় দলই। বৃহস্পতিবারই মোহালিতে পৌঁছে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া টিম। প্রস্তুতি শুরু করেও দিয়েছে তারা। নেটে স্মিথ, ম্যাক্সওয়েলদের এই ফরম্যাটের উপযোগী শট খেলতে দেখা গেল। মোহালির পিচ ও কন্ডিশনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াই ফিনচের দলের লক্ষ্য। এই সিরিজে ওয়ার্নার, স্টার্ক ও মিচেল মার্শকে পাচ্ছে না অজি ব্রিগেড। এমনিতে তাদের ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলে সারিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে অজি ব্রিগেড।

হাতির মমত্ববোধ, মৃত শাবকের দেহ মাটি চাপা দিয়ে চলে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা,মালবাজার ঃ আবারও দেখা গেল হাতিদের মমত্ববোধ। গর্তে পড়ে মারা গেল শাবক। মৃত শাবকের দেহ মাটি চাপা দিয়ে চলে গেল। ঘটনাটি বানারহাট ব্লকের দেবপড়া চাবাগানে।

দেবপাড়া চা বাগানের ৩০ নম্বর সেকশানে নিকাশি নালায় পড়ে মৃতু হল একটি হস্তিশাবকের। প্রায় ৪ মাস বয়সী বাচ্চাটিকে এদিন চা বাগানের ড্রেনে উল্টো হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ডের আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনাস্থলে আসেন এডিএফও জন্মেজয় পাল। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে চা সদ্য লাগানো চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাতির দল যাওয়ার সময় বৃষ্টিতে নরম হয়ে থাকা মাটি ধ্বসে শাবকটি ড্রেনে আটকে যায়। দীর্ঘক্ষণ ড্রেনে উলটো হয়ে পড়ে থাকার কারনে বাচ্চাটির মৃতু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। হাতির দলটি বাচ্চাটিকে টেনে তুলতে না পারায়া তারা এলাকা ছাড়ার আগে দেহটি মাটি চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করার চেষ্টাও করে বলে স্থানীয়রা জানায়।

এমনই একটি ঘটনা প্রায় চার মাস আগে পার্শ্ববর্তী রেডব্যাঙ্ক চা বাগানে ঘটেছিল। সেবার মৃত সন্তানের দেহ প্রায় ১০ কিলোমিটার শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে দলের কাছে পৌঁছেছিল মা। দলের হাতিরা শাবকটির দেহ সমাধিস্থ করার চেষ্টা করে দেহ আগলে চার দিন দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বাচ্চাটির বয়স খানিকটা বেশি হওয়ায় তারা দেহ আগলে থাকেনি বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ডের আধিকারিক ও কর্মীরা পৌঁছান। তারা মাটি খুঁড়ে দেহটি উদ্ধার করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি গরুমারা জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অপেশাদার যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে সভা

জ্যোতি প্রকাশ মুখোপাধ্যায় ঃ গ্রাম বাংলার যেকোনো উৎসবে বিনোদনের অন্যতম উপকরণ ছিল গ্রামের সৌখিন দলের যাত্রা। সেটা আজ বন্ধের মুখে। এই প্রাচীন সংস্কৃতি যাতে চিরকালের জন্য বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী রুমা দাশগুপ্তার উদ্যোগে ২০১৮ সালে গড়ে ওঠে 'যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়'। পাশে পেয়ে যান অ্যামেচার যাত্রা জগতের বেশ কয়েকজন সুপরিচিত মুখ। সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন আনন্দ ব্যানার্জ্জী ও সম্পাদক হন সোমনাথ প্রামানিক। সংস্থার উদ্যোগে গত ১১ ই সেপ্টেম্বর কলকাতার নলিনী গুহ সভা ঘরে অ্যামেচার যাত্রা জগতের উন্নতির স্বার্থে এবং যাত্রা শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রথমবারের জন্য এক বিরাট মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ও প্রখ্যাত যাত্রা শিল্পী রুমা দাশগুপ্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পেশাদার যাত্রা জগতের কিংবদন্তি শিল্পী অনল চক্রবর্তী, কাকলি চৌধুরী, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ ঘটক প্রমুখ এবং অ্যামেচার যাত্রা জগতের বিশিষ্ট নাট্যকার তাপস কুমার, কানন কুমার মাইতি ও প্রবীণ অভিনেতা পুর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অ্যামেচার যাত্রা জগতে বিশেষ অবদানের জন্য সংস্হার পক্ষ থেকে শেষোক্ত তিন জনকে 'যাত্রা গৌরব' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। সোমনাথ বাবু বললেন - যাত্রা শিল্পকে শেষ করা যে যায় না এই মহামিলন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি আরও বলেন - অপেশাদার শিল্পীদের সাথে আমরা আছি। একই সুর শোনা যায় আনন্দ বাবুর কণ্ঠে। রুমা দেবী বলেন - আমরা যদি প্রত্যেককে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে আবার গ্রামীণ যাত্রা শিল্প তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যাচ্ছে আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলার অ্যামেচার শিল্পীদের নিয়ে তারা এই ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করবে।

কত্থক নৃত্যশিল্পী স্নেহা ভট্টাচার্যের কত্থক নৃত্য পরিবেশন

কোলকাতা সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্যান্স গ্রুপ ফেডারেশনর আয়োজনে ১৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২২,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত ডঃ ত্রিগুনা সেন অডিটোরিয়ামে ক্ষ্মনবোদয় ক্ষ্ম, নতুন শিল্পীদের উদয় বা আত্মপ্রকাশ, Stars of Tomorrow নামে পরিচিত এই নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে , রাজ্যের ভবিষ্যতের তরুণ শাস্ত্রীয় নৃত্য শিল্পীদের শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে হুগলী জেলার মগরার সুপরিচিত কত্থক নৃত্যগুরু শ্রীমতি অঞ্জু ভট্টাচার্যের সুযোগ্য শিষ্যা স্নেহা ভট্টাচার্যকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন। বর্তমান দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বহু পুরস্কার প্রাপ্তা কত্থক নৃত্যশিল্পী স্নেহা ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনা শুরু করেন দুর্গা ভজন দিয়ে, দ্বিতীয় উপস্থাপনায় তিনি শুদ্ধ কত্থক নৃত্যের পরম্পরা অনুযায়ী ত্রিতাল (১৬ মাত্রার) ওপর বোল, তিহাই, কবিত্ত্ব, পরণ ইত্যাদি এবং শেষে তিনি কৃষ্ণ লীলার সাথে যুক্ত একটি সুমধুর ঠুমরি ক্ষ্মকানহা মে তোসে হারিক্ষ্ম এর একটি চিত্তাকর্ষক পরিবেশনার মাধ্যমে তার শুদ্ধ কত্থক নৃত্যের তালে ও ছন্দে অনুষ্ঠান শেষ করেন। হল ভর্তি দর্শকের করতালিতে হল মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা ভারতনাট্যম নৃত্যশিল্পী বিদুষী থাঙ্কুমনি কুট্টি জি, কত্থক নৃত্য শিল্পী অসীম বন্ধু ভট্টাচার্য এবং এই সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক শ্রী চন্দ্রদয় ঘোষ মহাশয়, এছাড়া বহু গুনী নৃত্য শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সকলের প্রিয় শিল্পীকে নতুন অঙ্গ বস্ত্র ও স্মারক সম্মান ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

'ডোন্ট টাচ মি' টি-শার্টে ঘুরছে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নবান্ন অভিযানে মহিলা এসআইকে উদ্দেশ্য করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'ডোন্ট টাচ মাই বডি, আই এম মেল।৩ তার ব্যবহার করা এই শব্দ এখন খোরাকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের কাছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে তৈরি হয়েছে নানান মিম, চলছে হাসি মশকরা। বিধানসভা ভবনেও তৃণমূলের মহিলা বিধায়কদের শুভেন্দু অধিকারীর ব্যবহার করা এই শব্দ নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখা গিয়েছে। এবার এ নিয়ে শুভেন্দুকে বিদ্রুপ করতে অভিনব কর্মসূচি নিল তৃণমূল কংগ্রেস। একেবারে টি-শার্টে শুভেন্দুর ব্যবহার করা সেই শব্দ লিখে বাজার ঘুরে বেড়ালেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা।

কুলটি ব্লকের নিয়ামতপুর বাজারে আজ এভাবেই ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের।

অন্যদিকে এ নিয়ে বিদ্রূপ শুরু হতেই অবশ্য শুভেন্দু অধিকারী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি কেন একথা বলেছিলেন। সে প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা ছিল, 'আমাকে এসআই ম্যাডাম বারবার ধাক্কা দিচ্ছিলেন। তখনই আমি বলেছিলাম আমি একজন পুরুষ। আপনি মহিলা মায়ের জাত। মা আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না।'

শরতে পদ্মের আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা ঃ পুকুরে জল নেই, শুকিয়ে যাচ্ছে পদ্মের পাতা। জলের অভাবে ফুটছে না ফুল। শরতের মরশুমে পদ্মপুকুর গুলিতে ফুলের অভাব। বাজারে এখন থেকেই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে পদ্ম। দূর্গা পুজোয় এবার মালদহ জেলার পদ্ম ফুল পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে না, এমনটাই দাবি জেলার ফুল বিক্রেতাদের। এখন থেকেই বাইরে থেকে পদ্ম আমদানি হচ্ছে মালদহের বাজারে।

মালদহ জেলার হবিবপুর, বামোনগোলা, গাজোল ও পুরাতন মালদহ ব্লকে মূলত পদ্ম ফুলের পুকুর দেখা যায়। একসময় এই অঞ্চলের অধিকাংশ পুকুরে পদ্ম চাষ দেখা যেত। তবে বর্তমানে পুকুর গুলিতে মাছ চাষের চাহিদা বেড়েছে। তাই পুকুর মালিকেরা পদ্মের গাছ পরিষ্কার করে মাছ চাষ শুরু করেছেন। তারি জেরে পদ্মের পুকুরের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তবে এই বছর মালদহ জেলায় বৃষ্টিপাত হয়নি, পুকুরে জল না হওয়াই পদ্মের গাছ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। উল্টে শরতের মরশুমে পুকুরেই পদ্মের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। আর তারই ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে পদ্মফুল বিক্রেতাদের। মালদার এক বিক্রেতা শাহিন শেখ জানান এখন জেলায় সেই রকম আর চাষ হচ্ছে না পদ্মফুল এবং পদ্ম পাতার মূলত কলকাতা থেকেই আমদানি হচ্ছে পদ্মফুল এবং পদ্মর পাতা।

বাঘের পায়ের ছাপ আতঙ্কে গ্রামবাসী

মালদা ঃ গ্রামে বাঘের আতঙ্ক। দেখা মিলেছে নাকি আস্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কাদা মাটি রাস্তায় দেখা গিয়েছে নাকি বাঘের পায়ের ছাপও। আর এনিয়েই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাবাড়ী - ফুলবাড়িয়া এলাকায় ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামে । একটি নয় , দুই থেকে তিনটি বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট গ্রামের একাংশ বাসিন্দাদের। এমনকি তাঁরা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্বচক্ষে বাঘ দেখেছেন। আর এনিয়েই শুক্রবার সকাল থেকেই কমলাবাড়ি ফুলবাড়িয়া গ্রামে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । বাঘের আতঙ্কে ঘুম উবে গিয়েছে গ্রামবাসীদের। ওই গ্রামের কাদামাটি রাস্তার জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপও নাকি দেখা মিলেছে। যা নিয়ে এখন গোটা গ্রাম জুড়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথা থেকে এলো এই বাঘ।

গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, এরাকার ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত । ওই সীমান্ত পেরিয়েই বাঘের দল গ্রামে প্রবেশ করতে পারে বলেই দাবি করছেন তাঁরা। যদিও গ্রামবাসীদের এই কথায় বিশ্বাস করতে চাই নি জেলা বনদপ্তর।

রাতারাতি ইটের প্রাচীর দিয়ে ওষুধের দোকান দখল করে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা ঃ রাতারাতি ইটের প্রাচীর দিয়ে ওষুধের দোকান ঘিরে নেওয়ার অভিযোগ। ঘটনা নজরে আসতেই উত্তেজনা এলাকায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পা মেলালেন এলাকার বাসিন্দারা। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। ঘটনার আঁচ পড়েছে এলাকার রাজনীতিতেও। শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক তরজা। কাঠগড়ায় শাসকদল। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের শহীদ মোড়ে ইন্দিরা বাজারে মোহাম্মদ মনসুর রহমানের একটি ওষুধের দোকান রয়েছে। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ভাড়াতেই রয়েছে এই দোকান। ওই ওষুধ ব্যবসায়ী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট ভাড়া দেন এবং তার কাছে ভাড়ার চুক্তিপত্র রয়েছে। কিন্তু কিছু মাস আগে জায়গাটি বিক্রি হয়ে যায়। যাদের জায়গা তারা মনসুর রহমান কে দোকান থেকে উচ্ছেদ করতে চাইলে বিবাদের সূত্রপাত। অভিযোগ গত তিনদিন ধরেই তার দোকানের সামনে বালি, পাথর ইত্যাদি জড়ো করে রাখা হচ্ছিল। ফলে তিনি দোকান খুলতে পারছিলেন না। আর গতকাল গভীর রাতের অন্ধকারে তার দোকানের সামনে ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সকালে প্রাত ভ্রমণে বেরিয়ে মনসুর রহমানের বিষয়টি নজরে আসে। এই ঘটনায় তিনি নাগরমল জৈন এবং আনন্দ জৈনের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলে এই বিক্ষোভ। পরবর্তীতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের এবং সাব ইন্সপেক্টর অমর সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেন। গ্রেফতার করা হয় আনন্দ জৈন কে। যদিও আনন্দ জৈন এর পরিবার সূত্রে খবর দোকানের জায়গাটি তাদের। ওষুধ ব্যবসায়ী মনসুর রহমান শাসকদলের কর্মী। কিন্তু তৃণমূলের একাংশের মদতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে মত দলের আরেক অংশের। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি বিজেপি কর্মী। এই সব তৃণমূলের সংস্কৃতি বলে পাল্টা তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। আর গোটা ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক চাপানো তোর

ওষুধ ব্যবসায়ী মনসুর রহমান বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমার ওষুধের দোকান। চার শতক জায়গায় চারজন ভাড়াটিয়া আছে। কথা ছিল আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জায়গা নেব। কিন্তু আনন্দ জৈন এখন ঝামেলা করছে। আমার তিন মেয়ে দোকান তুলে দিলে এখন কোথায় যাব। এই জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।

স্ত্রী রিমা বিবি বলেন, তিন দিন ধরে দোকানের সামনে বালি,পাথর ফেলে দোকানের মুখ অবরোধ করে রেখেছিলো। কাল রাতে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছে।আমরা তৃণমূল করি। ওরাও তৃণমূল করে। আমরা পুলিশের কাছে এসেছি যাতে সেখানে দোকান করতে পারি।

ব্যবসায়ী সাদিকুল ইসলাম বলেন, মনসুর রহমানের পাশে দাড়িয়ে আমরা ব্যবসায়ী সমিতি থেকে পথ অবরোধ করছি। যাতে উনার সাথে ন্যায় হয়। প্রশাসন যাতে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। হরিশ্চন্দ্রপুর তৃনমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। পুলিশ কে বলেছি উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে। তৃণমূল সব সময় ব্যবসায়ীদের পাশে আছে। এই ঘটনায় বিজেপির যোগ আছে।

পাল্টা উত্তর মালদা বিজেপির জেলা সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, যিনি দোকান কিনেছেন এবং যিনি সেখানে ভাড়া ছিলেন তাদের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা না করে তৃণমূল এখানে গায়ের জোর দেখিয়েছে।যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি নিজে মুখে বলুক তিনি বিজেপি কর্মী তালে আমরা মেনে নেব। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি। তৃণমূলের মদতে এই ঘটনা হয়েছে।

জমি বিবাদ যেন হরিশ্চন্দ্রপুরে একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারবার খবরের শিরোনামে এসেছে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। এবার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

পুণরায় খুলছে ভুটানের প্রবেশদ্বার, শুরু বাণিজ্যও

হৃদবীণা চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রায় আড়াই বছর অতিক্রমে খুলছে ভুটান গেট, পর্যটকদের প্রবেশে জারি হয়েছে বিশেষ নির্দেশিকা। আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে যাচ্ছে ভুটান গেট। তবে ভুটান গেট খুললেও এবার থেকে পর্যটকদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবেশে বেশ কিছু বিধি আরোপ করা হয়েছে। করোনা-আতঙ্ক কাটিয়ে অবশেষে দীর্ঘকালীন প্রতীক্ষার অবসানকল্পে খুলতেই চলেছে ভুটান গেট। কয়েকদিনের ব্যবধানেই আগামী ২৩ শে সেপ্টেম্বর থেকেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে যাচ্ছে ভুটান গেট। তবে এবার থেকে ভুটানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধি জারি করা হয়েছে। যেমন, এবার থেকে ভুটানে প্রবেশ করতে হলে প্রি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। পাশাপাশি সঙ্গে রাখতে হবে ভারতীয় ভোটার কার্ড অথবা পাসপোর্ট এবং শিশুদের ক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেট। বিষয়টি ইতিমধ্যে ভুটানের তরফে জানানো হয়েছে। এছাড়া ভুটানের গেট খোলার বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভুটানের সামসি জেলার জেলাশাসক। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ভুটানে আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন তিনি।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউজে জলপাইগুড়ি ও ভুটানের সামসি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের সামসি জেলার জেলাশাসক পাশাং দর্জি, পুলিশ সুপার লিংড্রুপ দর্জি এবং জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা ও পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত। মূলত প্রায় আড়াই বছর পর পুনরায় ভুটানের গেট খোলা হচ্ছে। সেটা নিয়েই সীমান্তবর্তী দুই দেশের জেলাশাসকের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ভুটানের সামসি জেলার জেলাশাসক পাশাং দর্জি বলেন, করোনা সংক্রমণের পর ভুটান গেট জনসাধারণের জন্য আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হবে। আমরা জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে আমন্ত্রন জানাতে এসেছিলাম। আমরা পর্যটকদের জন্য নতুন কিছু নির্দেশিকা জারি করেছি। এবার থেকে পর্যটকেরা ভুটানে ঢুকতে গেলে প্রি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

তবে নতুন কিছু বিধি আরোপিত হলেও ভুটান গেট খোলার ঘোষণায় খুশি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনও। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বলেন, দীর্ঘদিন ভুটান গেট বন্ধ থাকার পর আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সবার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই ভুটানের সামসির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। এটা পর্যটক থেকে ব্যবসায়ীদের জন্যও খুশির খবর।

প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে সহজেই প্রবেশ করা যায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে। মূলত, জলপাইগুড়ি এবং সামসি জেলার মধ্যে অবস্থিত ভুটান গেটের মাধ্যমেই যাতায়াত করে থাকেন পর্যটক থেকে ব্যবসায়ীরা। শীতের পোশাক, ফল, বৈদ্যুতিন সামগ্রী ভুটান থেকে নিয়ে এসে এরাজ্যে বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি ভুটানের টানে জলপাইগুড়িতে পর্যটকেরও ঢল নামে। কিন্তু করোনা মহামারীর জন্য ২০২০ সালের মার্চ মাসে ভুটান সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি ও সামসি জেলার মধ্যবর্তী গেটটি। ফলে পর্যটকদের ভুটানে প্রবেশের পথ যেমন বন্ধ হয়ে যায়, তেমনই সমস্যায় পড়েন ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘ আড়াই বছর পর পুনরায় ভুটান গেট খোলার ঘোষণায় হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ী থেকে পর্যটকদের মুখে।

Editor in Chief :
Sabyasachi Bandyopadhyay
M : 9475061975

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক ও সম্পাদক মহ. ফরিদুল জামান, ২নং পাকমারা লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১, মো ঃ৯২৩২৭২৪২৭১ এবং
চ্যাটার্জী পাড়া, আমরাই, দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ থেকে প্রকাশিত ও শঙ্খ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত RNI Registration No. WBBEN/2012/49533

প্রধান সম্পাদক ঃ
সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়
মোঃ ৯৪৭৫০৬১৯৭৫